OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 87 - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক কবিতার ভূমিকা : বোদলেয়ারের সৃষ্টিতে বিষণ্ণতা ও বিতৃষ্ণার অন্বেষণ

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Baudelaire, Modern poetry, Ennui, Aversion, Hell, 'Albatross,' 'Le Cygne', 'Un Voyage a Cythere', Evil, Beauty.

Abstract
Baudelaire's poems of 'Les Fleurs Du Mal' (Flowers of Evil,1857), unlike much chewed romantic literature are ladden with frustration, emptiness, agony and ennui along with distasteful disgust of people. The poet is different in his thoughts and conscience, never devoid of day- to -day scenerio of his time. A majestic modern poet Charles Baudelaire made himself a royal road for modern poetry that could suit his dignity. Beauty can have its breed in hell rather in than heaven only. Here beauty arrogantly walks over remorse, filthy, death- shaken dead body. The poet enters the arena of modern poetry with disease ladden empty, have - less beggars. The poet got himself dipped into a hole of bitter hatred. In his poems there is interest hungry money lender, drunkard, vagabond, cannabis addicted, bankrupt, thief, hooligans, rowdy, libertine, prostitute, sex-workers, syphilis patients, slum dwellers, and tuberculosis patients. His poems are enriched with all these figures. There is enjoyment of desolate, unhappy, loveless sex. In such a detrimental, dirty and swampy terrain, the poet blooms the buds of his poetic art. Seperation, discord, loneliness come again and again along with hopelessness in 'Albatrosses', 'Le Cygne'. The shadow of sin and destruction in 'Les Phares', 'Le Vampire' strongly shake us. In 'Une Martyre' the poet's pen hits a cut-throat body with oozing blood. Another side a fatigue bed projects a naked human body lying with midnight preperation for a game of dirty sex for a narrow, mean and perverted satisfaction. 'Un Voyage a Cythere' claims a very sensitive attention for a heart rending image. A hanging body from the gallows beam is being torn by some hungry vultures. On the ground foxes and dogs with extremely cruel hunger are jumping ceaselessly to have the dead flesh. Beside the distorted and torn body is staring his beloved with unuttered talks in her blank eyes. Yes, there is the unexhausted search for beauty amidst the dirt and reek of hell in 'La Voyage'. Thus our majestic Baudelaire left, for modern poet, access to a very big opportunity with huge range and horizon of possibilities. Ennui,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

disgust, discord, sex and self-destruction, realistic approach to society, destruction, creation and construction --- with all these beads he made life and death self- reliant on one single thread with the symbol of his poetic art.

Discussion

।। এক।।

আধুনিক কবিতা। সেনেগালের রাষ্ট্রপতি কবি লিওপোল্ড সেংঘর (Leopold Sedar Senghor-1906-2001) কবিতা লিখলেন। স্প্যানিশ কবি লোরকা (Federico Garcia Lorca - 1898-1936) সীমান্তে যাযাবর সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হলেন। পাশ্চাত্য কবিদের জীবনটা তেমন চেনা ছকে চলতে দেখা যায়নি। এঁদের কেউ চিকিৎসক, কেউ রাষ্ট্রদূত - কবিতা লিখেছেন। আধুনিকতা একটা দ্বীপ। আধুনিক কবিরা তাঁদের সন্ধানী দ্বীপটিকে ছুঁয়ে যেতে চেষ্টা করেন। আমাদের বাঙালি কবিদের আধুনিকতা আমাদের মত। বাংলাদেশের মেঘ রোদ্দুর আর বুলবুলির খেলার মত। এদেশের জল-হাওয়ায় তার শেকড়-বাকড়ের বাড়-বিস্তার। আমাদের জীবনানন্দ ফুল কেমন করে পাঁপড়ি মেলে, কেমন করে গন্ধ ঝরায়, তা দেখার জন্য শিশির ভেজা রাত জাগেন। উদাস আর্দ্র দুপুরে ধানসিঁড়ি নদীর তীরে চিলের কান্না শোনেন। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে গতিহীন ট্রামের তলায় চাপা পড়েন। বুদ্ধদেব কঙ্কাকে শঙ্কা করতে মানা করেন। সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত উটপাখির মত রুক্ষ বালুকাস্তূপে মাথা গোঁজেন। বিষ্ণু দে'র ক্রেসিডা হয়ে ওঠেন ভূমিশায়িনী শিউলি। যিনি একদিন তাঁর প্রেমের ফুলগুলি আঁচলে তুলে নিয়েছিলেন। আর অমিয় চক্রবর্তী মহাদেশে মহাদেশে ভ্রমণ করে কল্যাণব্রতীর ভূমিকা পালন করেন। কবি তাঁর 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের 'ডুসেলডর্ফ' কবিতায় দেখিয়েছেন, যুদ্ধক্ষত জার্মানির ডুসেলডর্ফ শহরটি গোলা-বারুদে বিধ্বস্ত। তবুও সেখানে শীত রোদে মায়ের কোলে শিশুর হাসির দৃশ্য দেখেন কবি। আর আধুনিক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নরকের মধ্যেও মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন। কবি তাঁর 'শীতবসন্তের গল্প' কাব্যগ্রন্থে 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র 'শীত বসন্ত' ও 'নীলকমল আর লালকমল'-এর দেশ থেকে ফিরিয়ে এনে কলকাতার ফুটপাথে ন্যাংটো ছেলেকে আকাশ দেখান। রূপকথার চাঁদের দেশের শিশু সন্তানেরা খিদের জ্বালা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে কেঁদে কেঁদে রাত্রির আকাশে আশ্চর্য ভাতের গন্ধ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবেই রাজা যায়, রাজা আসে। নীল জামা গায়, লাল জামা গায় - জামা কাপড়ের রঙ বদলায়। কিন্তু দিন বদলায় না। এই আমাদের আধুনিকতা, বাংলাদেশের আধুনিকতা, বাঙালির আধুনিকতা। আমাদের আধুনিকতা ধীরে ধীরে মাড়া দিয়ে মেঠো পথে হাঁটে। আমাদের আধুনিক কবিরা শব সাধনার তপস্যা করেননি। এঁরা ঘুম ভাঙার সাথে সাথে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি দেখেননি।

বোদলেয়ার। ইউরোপের কবিতায় হঠাৎই একটা প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। আধুনিক নগর জীবনের গুপ্ত গুহার অন্ধকারকে টেনে আনল। ভিড়ের পৃথিবী সহসা আরও বিধ্বস্ত ও ত্রস্ত হয়ে উঠল। সেই সে কালবেলা থেকে কবিই নিংড়ে নিচ্ছেন হতাশা, তিক্ততা ও যন্ত্রণা। এক গভীর বিতৃষ্ণার ভারে কবি পূর্বসূরি বা সমকালের কবিদের থেকে আলাদা হ'য়ে গেলেন। পৌষের শীতে কলাই-পলের বাংলাদেশের মাড়াপথ নয়, শিরা-উপশিরার মত নগরের ব্যস্ত-ত্রস্ত সড়কপথ দিয়ে বয়ে চলা রক্তস্রোত-এই কবিতার খাত। পূতিগন্ধময় সেই পথ দিয়ে কবি পৌঁছেছেন আপনার ইজারা নেওয়া কসাইখানায়। তিনি শার্ল বোদলেয়ার। আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণে ধাতা-কাতা-বিধাতার রূপ নিয়ে নিজের আঙুলে রাজটিকা পরিয়ে দিলেন সমকালের কবিতাকে। তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন আধুনিক কবিতার রাজপথ।

।। দুই।।

"Viens - tu du ciel profond, ou sors-tu de l'abime,
O Beaute? ton regard, infernal et divin,
Verse confusement le bienfait et le crime,
Et l'on peut pour cela te comparer au vin."[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফুল ফোটানো খুব সহজ কাজ নয়। যদি তা হয়, সে খুব পাথুরে-কাঁকুরে মাটি। শিল্পের যাদুকরই জানে কতটা কঠিন সে কাজ। কবিতার সৌন্দর্য শিল্প-তুলির আলপনা। সহজ কাজ নয় মোটেই। চার্লস বোদলেয়ারের (Charles Baudelaire, 1821-1867) 'Les Fleurs Du Mal' (Flowers of Evil, 1857) কাব্যের মূল ফরাসিতে লেখা 'Hymne a' La Beaute' কবিতার প্রথম স্তবকের চারটি লাইন যথাযথভাবে তুলে দেওয়া হল। পেঙ্গুইন প্রকাশিত বোদলেয়ারের নির্বাচিত কবিতা সংকলন গ্রন্থে ক্যারল ক্লার্ক (Carol Clark) কবিতাগুলির ইংরেজিতে গদ্যানুবাদ করেছেন। ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) বোদলেয়ারের মূল ফরাসিতে লিখিত সমস্ত কবিতার ইংরেজিতে পদ্যানুবাদ করেছেন 'Charles Baudelaire Complete Poems' - শিরোনামাঙ্কিত গ্রন্থে। অনুবাদক উপরের কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'Hymn to Beauty'। অনুবাদকর্মের প্রথম স্তবকের প্রথম চারটি লাইন নিম্নরূপ -

"Are you demonic, Beauty, or divine -
And have you come from heaven, or from hell?
You seem to have the same effect as wine,
For good and evil flow from you pell-mell."[২]

কবি বুদ্ধদেব বোদলেয়ারের প্রায় শতাধিক (একশো আটটি) কবিতার চমৎকার কুশলী বাংলা অনুবাদ করে বাঙালির পঠন - সংস্কৃতির সঙ্গে কবিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বুদ্ধদেব আলোচ্য কবিতাটির নামকরণ করেছেন - 'সৌন্দর্যের স্তব'। কবিতার প্রথম স্তবকের প্রথম চারটি চরণ নিম্নরূপ -

"উৎস কি তোর দ্যুলোক, অথবা পাতাল-তল?
সুন্দর! তুই অমৃতচক্ষে নরক জ্বেলে
উপকার, পাপ, বিকার ছড়াস অনর্গল,
তাই তো মদের পাত্রেই তোর তুলনা মেলে।"[৩]

সৌন্দর্য তুমি আকাশ থেকে এসেছো? না পাতাল থেকে? তুমি স্বর্গ থেকে এসেছো - না নরক থেকে? 'স্বর্গ ও নরক' এটিই উপযুক্ত শব্দ চয়ন হতে পারে। সৌন্দর্য আছে কিন্তু সেখানে স্থান করে নিয়েছে পাপ, বিকার, মদের পাত্র প্রভৃতি শব্দরাজি। সুন্দর ভালো না খারাপ? কবিতা ভুবনের জ্যোতির্ময় পরিসর থেকে ভালো মন্দের সেই চাদরটিকে সরিয়ে নিলেন কবি।

বুদ্ধদেব বোদলেয়ারের 'লেস ফ্লুরস দ্যু মাল' (Les Fleurs Du Mal) কাব্যগ্রন্থের অনূদিত নামকরণ করেছেন 'ক্লেদজ কুসুম'। কবির কাব্যগ্রন্থের 'বিতৃষ্ণা ও আদর্শ' (Spleen et Ideal) শিরোনামাঙ্কিত সৌন্দর্যবোধক কবিতাগুচ্ছের কবিতাগুলির মূল্যমান বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। বোদলেয়ারের সৌন্দর্য ক্লেদ, গ্লানি ও মৃত্যু-তাড়িত। আলোচ্য কবিতাটি কবির সৌন্দর্য সম্পর্কিত বিশেষ বোধের প্রতিনিধিত্ব মূলক কবিতা। কবিতাটির অনুবাদে বুদ্ধদেবের কলমের স্ফূর্তি অসাধারণ। সুন্দর সে তো বিকৃত শবকেও উদ্ধতভাবে পদদলিত করে চলে যায় -

"মৃতেরে মাড়িয়ে চ'লে যাস তুই গর্বভরে;
এবং হত্যা, রতির প্রসাদে চঞ্চলিত।"[৪]

বোদলেয়ারের লেখা মূল ফরাসি কবিতাটি এরকম -

"Tu marches sur des morts, Beaute, dont tu te moques;
De tes bijoux I' Horreur n'est pas le moins charment,"[৫]

সৌন্দর্য মৃতদেহের উপর দিয়ে ড্যাংড্যাং করে হেঁটে যায়। সব কিছুকে থোড়াই কেয়ার করে। ওয়াল্টার মার্টিন ইংরেজিতে কবিতাটির অনুবাদ করলেন এরকম -

"Beauty, I've watched you dancing on a grave;
Horror is one of your most dazzling jewels,
And murder is stratagem you have
For showing off your charms to useful fools."[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কোনই পরোয়া রাখেন না কবি। সুন্দরের জন্মভূমি কোথায় - তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল কবির নেই। সুন্দরের জন্ম স্বর্গে না নরকে? তিনি দেবী হতে পারেন। নতুবা ডাকিনী হতে পারেন। যা খুশি - যেমন খুশি, তা নিয়ে কোন ভাবনাই নেই। কিন্তু তাঁর চোখে রয়েছে অপরূপ উজ্জ্বলতা। তিনি সুন্দর, সেই সুন্দর। বোদলেয়ার লিখেছেন -

"Que tu viennes du ciel ou de I'enfer Qu'importe,
O Beaute! Monstre enorme, effrayant, ingénu!
…
De satan ou de Dieu, Qu'importe? Ange ou Sirene,
Qu'importe, si tu rends, - fee aux yeux de velours."[৭]

বোদলেয়ার সৌন্দর্যকে খুঁজেছেন ইভল (evil) এর মধ্যে। মন্থর সময়ের আতঙ্ক, একাকিত্ব ও অন্ধকার। সৌন্দর্যের অবয়বে শরীর ও যৌনতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ওয়াল্টার মার্টিন অনুবাদ করেছেন এরকম -

"What matter that your origins are veiled,
O Beauty! - Sacred monster that you are -
…
Scent, sound or sight, beneficent, malign -
Who cares if you're a blessing or a curse."[৮]

- এ যেন ভারতীয় পুরাণের শাস্তি প্রাপ্ত নরকবাসী মানুষের আর্তনাদ। তবুও কবি প্রত্যক্ষ করেন, সেই অমৃতভাষিণী সৌন্দর্য-দেবীর জ্যোতির্ময়ী রূপ। পঙ্কিল পাপের সারাৎসার থেকে তিনি রূপময়ী হয়ে উঠেছেন। তিনি অনন্যা। কবি বুদ্ধদেবের অনুবাদে সেই মথিত সৌন্দর্য প্রতিমা অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ পেল -

"স্বর্গে অথবা নরকে জন্ম, কী এসে যায়,
ওরে সুন্দর, বিকট, সরল, দারুণ ত্রাস! -
…
অনন্যা, তুই দেবী না ডাকিনী, কে আর ভাবে -
মখমল - চোখে অপরূপ তোর উজ্জ্বলতা।"[৯]

রোমান্টিক সৌন্দর্যের চিরন্তনতাকে এমন সদম্ভে কুঠারাঘাত, আত্মজয়ের প্রাণপণ চেষ্টা, এগুলি বোদলেয়ারের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। সৌন্দর্যের এমন নতুন বাসভূমি রচনার স্থপতি তিনি। তিনি হয়ে উঠলেন কবিতার রাজকুমার। যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় হয়েছে তাঁর। আধুনিক কবিতার বিস্তীর্ণ নন্দন কাননে রোগজর্জর, পতিত, রিক্ত, নিম্নবর্গীয় ভিক্ষুদলকে নিয়ে প্রবেশ করলেন তিনি। প্রবেশ করলেন ঠিকই, কিন্তু বোদলেয়ার চর্চা প্রাসঙ্গিক হলেও, কারুকার্যশোভিত রাজপ্রাসাদে তাঁর তেমন কোন জায়গা নেই। তিনি হয়ে রইলেন উপেক্ষিত ব্রাত্য যুবরাজ।

আর রোমান্টিকেরা? সাহিত্য ভুবনের স্পর্ধিত দীপমালা। দক্ষিণী বাতাসের কূলপ্লাবী চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্না। দিগন্ত বিস্তৃত। কবিতার সিংহদুয়ারে স্বর্গ নেমে আসে। গাছ-গাছালি, ঝর্ণা, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত প্রকৃতির আদিগন্ত লীলাভূমি। মৃত্যু প্রশান্তির, তাপহীন। এক কমনীয় বিষণ্ণতা। পলায়নী মন জর্জর পৃথিবী ছেড়ে কল্পনার পাখা মেলে আপন মনে শ্রীভূমি গড়ে। মানবের অসম্পূর্ণ জীবনকে পূর্ণ করে প্রকৃতি। প্রকৃতি ও ঐশী শক্তি মানুষের অতীত দূরস্থিত হৃদয়ের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে প্রাণময় করে তোলে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth, 1770-1850) তাঁর 'Lyrical Ballads' (1797) কাব্যগ্রন্থে কাব্যের ভগীরথ হয়ে স্বর্গের সুরধুনীকে মর্ত্যে আনয়ন করলেন। পবিত্র পুণ্যতোয়া গঙ্গা। রোমান্টিক আন্দোলনও সাহিত্যের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে এভাবেই যাত্রা শুরু করল। উক্ত কাব্যগ্রন্থের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা - 'Lines written a few miles above Tintern Abbey' (July 13, 1798)- য় কবি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে অনুভব করেছেন হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে। অরণ্য, নদী, পর্বত কবির হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি। কবি লিখলেন, তখন প্রকৃতিতে ছিল সুউচ্চ শিলার রাশি, পর্বতের শ্রেণিদল, গহন অরণ্যের ছায়া, রূপে-রসে আর বর্ণের তরঙ্গে তা প্রাণোচ্ছল। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অন্তঃস্থিত মথিত সত্তার অনাবিল সৌন্দর্য রাশি -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"For nature then
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An Appetite : a feeling and a love,
That had no need of a remoter charm,
…
With Quietness and beauty, and so feed
With lofty thoughts, that neither evil tongues."[১০]

কবি শেলী (Percy Bysshe Shelly, 1792-1822) প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বসৌন্দর্যের সংলাপকে অনুধ্যান করেছেন। কবি তাঁর 'Hymn to Intellectual Beauty' (1816 - মানস সুন্দরীর বন্দনা) কবিতায় বলেছেন, সুন্দর অদৃশ্য শক্তিরূপে আমাদের মাঝে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মের বাতাসের মত, সান্ধ্য সুরের পবিত্র প্রবাহের মত, ফুল থেকে ফুলে, নক্ষত্র খচিত রাত্রির আকাশে বিস্তৃত মেঘমালার মত, স্মৃতির সঙ্গীত সুধার মত। অনুভবময় প্রিয়তর সেই অধরা সৌন্দর্য। হে সৌন্দর্যমূর্তি, তুমি তোমার বর্ণময় বর্ণালি দিয়ে রঙিন করো, সম্পূর্ণ করো মানবের চিন্তা প্রতিকৃতি। কোথায় পালাও? -

"The awful shadow of some unseen power
…
As summer winds that creep from flower to flower, -
…
Spirit of Beauty, that dost conscrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form, - where art thou gone?"[১১]

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, বায়রন এবং কীটস - রোমান্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁচজন কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সৌন্দর্যচেতনা। সৌন্দর্য সাধনায় এঁরা হয়ে উঠেছেন ঋষি, ঋষিতাপস। সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত সত্তা কীটসের (John Keats, 1795-1821) কবিতায় অনুভূতির নির্মল দীপ্তিতে সুন্দরতর। রোমাণ্টিক সৌন্দর্য সত্য, শাশ্বত ও চিরন্তনের লীলাভূমি। কবি তাঁর 'Endymion' (1818) কাব্যের প্রথম কবিতার প্রথম চরণে লিখলেন –

"A thing of Beauty is a joy for ever."[১২]

সৌন্দর্য অরূপ, অনিত্য ও অনির্বচনীয়। সাতমহলার সুখের মধ্যেও সে বিদায় কামনা করে। এক নিরাসক্ত বিষণ্ণতা ও বেদনাবোধের মধ্যে সুন্দরের আস্বাদ লাভ করেছেন কবি। কীটস তাঁর 'Ode on Melancholy' (রচনাকাল - May 1818-1819) কবিতায় লিখেছেন -

"She dwells with Beauty - Beauty that must die;
And Joy, whose hand is ever at his lips
Bidding adieu; and aching Pleasure nigh."[১৩]

অবশেষে কবি তাঁর 'Ode on a Grecian Urn' - কবিতায় গভীর বিশ্বাস ব্যক্ত করে ঘোষণা করলেন, সুন্দরই সত্য - সত্যই সুন্দর। পৃথিবীর এই সত্য চিরস্মরণীয় -

"Beauty is truth, truth beauty, - that is all
Ye know on earth, and all ye need to know."[১৪]

আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ কীটসের অনুভবের সঙ্গে মিলে যায়। বিস্ময়বোধক মুগ্ধ সৌন্দর্য প্রকৃতির আঙিনায় অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে কবির কবিতায়। পাষাণগাত্রে পাষাণী অহল্যার রূপমূর্তির নির্মল চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। কবি তাঁর 'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় লিখলেন -

"অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন -
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগরনীলনীরে
প্রথম ঊষার মতো উঠিয়াছে ধীরে
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়।"[১৫]

কবি কীটসের অনুভবে সৌন্দর্য সত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন। রবীন্দ্রনাথ এগুলির সঙ্গে যুক্ত করেছেন অতিরিক্ত মঙ্গলচেতনা। সংযম, সামঞ্জস্য, সত্য ও কল্যাণের বরণথালি সাজিয়ে কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বন্দনা করেছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন –

> "আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।"[১৬]

রোমান্টিক কবিদের কাছে কল্পনা এক বড় শক্তি। কবি কোলরিজ তাঁর বহুখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ 'Biographia Literaria' (1817) - তে রোমান্টিক কবিদের Imagination বা সৃষ্টিধর্মী কল্পনার কথা বলেছেন। সৎ কাব্যসৃষ্টির জন্য কল্পনার মূল্য অনেক। ভাব, প্রতিরূপ, মহত্ত্ব, পরিবেশ, আবেগ, প্রকৃতি এসব কিছুকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রন্থিবদ্ধ করে Imagination বা কল্পনা। সৃষ্টিধর্মী কল্পনা হল vital, কবি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

> "The Imagination modifies images, and gives unity to variety : it sees all things in one *il Piu nell uno.* There is more of imagination in it - that Power which draws all things to one - which makes things animate and inanimate, beings with their attributes."[১৭]

মিথিক্যাল রোমান্টিসিজম। প্রধান প্রধান রোমান্টিক কবিরা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছেন সর্বব্যাপক মিথ। সৃষ্টির রঙমহলে রোমান্টিক কবিতার প্রভাব ছিল স্মৃতি সুখকর উপকথার মত সুউচ্চ, অসীম সুবিস্তৃত নীলাকাশের মত। রোমান্টিক আন্দোলনের এমন কূলপ্লাবী তরঙ্গকে রোধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন আপোষহীন সত্য যুবরাজের। কাব্যভুবন তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সময় ছিল উপযোগী। যাঁরা দুনিয়ার শাশ্বত কবি-পুরুষদের পঙক্তিভোজে প্রবেশাধিকার পায় না, সেই নিম্নবর্গীয় অখ্যাত নতজানু মানুষের কবি প্রতিনিধি এসে আবহমান ক্রান্তিকালের দরজায় কড়া নাড়লেন। সেই বোদলেয়ার, তাঁর জন্য কেউ আসন পেতে রাখেননি, কেউ শঙ্খধ্বনি করেননি, কেউ মঙ্গলদীপও জ্বেলে রাখেননি, কেউ বরণের ডালি হাতে শুভ সম্ভাষণ জানায়নি। তবুও তিনি এলেন, অতি সাধারণ তিনি। তিনি সময়ের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পথে যাত্রা করলেন। তিনি সৃষ্টি করলেন আপন কাব্যভুবন। দূর ফরাসি কবিতায় আধুনিক কাব্যে শুরু হল বোদলেয়ারীয় যুগ। ক্রমক্ষয়িষ্ণু সমাজের উৎসার ঘটল তাঁর কবিতায়। রোমান্টিক কবিতার অতীত উত্তরাধিকারকে এক রকম পাশ কাটিয়ে গেলেন তিনি। অনেক ক্ষেত্রে সমাজ বদলালেও চিন্তাশীল শীলিত স্রষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়। প্রগতির গতি শ্লথ। তিনি দেখলেন, তাঁর চারপাশে অপরিসর পঙ্কিল পথ। পাংশুটে অন্ধকার। তিনি দেখলেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, উপেক্ষার ভাষা। তাঁর জন্য কোন রাজপথ নেই। রাজাসনে উপবিষ্ট হওয়ার লগ্নও দূর বিলম্বিত। সে ইচ্ছেও তিনি কখনো পোষণ করেছেন বলে মনে হয়নি। আজও তিনি সময়ের বিলম্বিত যাত্রী। কবিতার রাজসিংহাসনে তাঁর অভিষেক এখনও ঘটেনি। আজও তিনি অনেক ক্ষেত্রে ব্রাত্য - মহিমাবর্জিত। বোদলেয়ার পাঠককে তাঁর প্রথম কবিতা উপহার দিলেন 'Au Lecteur', ক্যারোল ক্লার্ক (Carol Clark) - এর গদ্যানুবাদে 'To The Reader'। ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) - এর পদ্যানুবাদেও তাই। সত্যসত্যই পাঠক চমকিত হলেন। বোদলেয়ার ফরাসিতে লিখলেন -

"Chaque jour vers I' Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, a travers des tenebres Qui Puent.
Ainsi Qu'un debauche pauvre Qui baise et mange
Le sein martyrise d'une antique catin."[১৮]

উল্লেখ্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের Poetic Diction বা কবিভাষা বোদলেয়ারের সৃষ্টিতে অনেকখানি গদ্যকাব্যের অনুধ্যান ও শীলনে পরিবর্তিত হল। এমন স্খলন, পতন ও চ্যুতি রোমান্টিক কবিতার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরম্পরা নির্ভর স্বাভাবিক অনুসরণ ছিল না। ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) - এর কলমে উক্ত চরণগুলি অনূদিত হল এরকম -

"Each day brings one more step in our descent
Through stinking shades that would have gagged us once.
Lechers with nothing left, whose pleasure is
To squeeze some aged whore's exhausted breast."[১৯]

কবি বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির অনুবাদ করেন 'পাঠকের প্রতি' শিরোনামে। কার্পণ্যের পাপে হৃদয় পূর্ণ। ভিখিরি উকুনের বংশ পোষে। পাপ দুর্মর হয়ে ওঠে। পচা কান্নায় সব গ্লানি ধুয়ে যায়। এসব ভেবে আবার কবি পাঁকের গভীরে ডুবে যান। পাপের শয়তান মূঢ় আত্মাকে দোলা দেয়। পিশাচ বীভৎস ভাবে দড়ি টানে। এরপর উপরের চরণগুলি বুদ্ধদেব বসু চমৎকার অনুবাদ করে বাঙালি পাঠককুলকে বিস্মিত করলেন -

"দিনে-দিনে তাই নরকে গড়িয়ে পড়ি
আতঙ্কহীন, তমসার পূতিগন্ধে।
বুড়ি বেশ্যার শুকনো শহীদ-স্তনে
দীন লম্পট চুম্বনে করে দীর্ণ।"[২০]

কবিতায় কবি শোনালেন, পিশাচেরা দল বাঁধে কোটি কোটি কৃমির মত। পাপের এই জঘন্য সংসার ধর্ষণ, বিষ, ঘর পোড়ানোর দীপ্তিতে আলোকিত। আর যত শার্দূল, শৃগাল, শকুন, সর্প, বৃশ্চিক, কীট ও মর্কটের অহংকারী নাচা-গানা ও উৎকট চিৎকারে পরিপূর্ণ। পাপের এই পৃথিবীতে জঞ্জাল ছাড়া কোথাও কোন চিহ্ন নেই। ঘৃণ্য মানুষের আবাসভূমি এটি। ভেঙে গেলো রোমান্টিক কবিতার স্বপ্নিল সৌধ। রোমান্টিক সৌন্দর্যের সাতরঙা রামধনুর বিভা ফিকে হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। সৌন্দর্য ! তোমার ঠিকানা - বোদলেয়ারীয় সৌন্দর্যের ছোট ছোট চড়ুই উঠোন খুঁটে ধান খেয়ে যায় অবিরত। মেঘলোকে নয় - অন্য কোন খানে।

।। তিন।।

"Rappelez - vous I'objet Que nous vimes, mon ame
Ce beau matin d'ete si doux:
Au detour d'un sentier une charogne infame
Sur un lit seme de cailloux,
Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brulante et suant les poisons,
Ouvrait d'une facon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons."[২১]

আলোচ্য কবিতাটি বোদলেয়ারের ফরাসিতে লেখা 'Les Fleurs Du Mal' (Flowers of Evil) কাব্যগ্রন্থের 'Une Charogne' শিরোনামাঙ্কিত উল্লেখযোগ্য কবিতা। পেঙ্গুইন প্রকাশিত কবিতাগুলির ইংরেজিতে গদ্যানুবাদ করেছেন ক্যারোল ক্লার্ক (Carol Clark)। তিনি কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'A Carcass' অর্থাৎ 'একটি মৃতদেহ'। পশুর মৃতদেহ ঘৃণার্থে মনুষ্যদেহও 'Carcass' - অর্থ দ্যোতনা পায়। ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) কবিতাটির ইংরেজিতে নামকরণ করেছেন 'Carrion' শিরোনামে। আর কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'ক্লেদজ কুসুম' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন 'এক শব' শিরোনামে। 'Carrion' বলতে বোঝায় গলিত পচা মাংস বা গলিত পচা মাংসভোজী বা শবাহারী। পাথরে শায়িত গলিত শব, লজ্জাহীন উদরখোলা রমণী, পচা গলা শবের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি ওড়ে। ওয়াল্টার মার্টিন - এর অনুবাদে -

(i) "At a fork in the road its bones lay sprawled,
Sprawled on a gravel bed."[২২]

(ii) "Shamelessly oozing a venomous sweat
With a primeval gas."[২৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(iii) "Flies sizzled as the putrefying guts
Disgorged a noxious flood of fresh."[২৪]

(iv) "And yet, someday, you too will come to this,
Angel of light, and love, and lust -
Undressed, unloved, unloveable, unmissed,
A stench. A pile of dust."[২৫]

(v) "But don't forget to tell the fervent worms
That kiss away those lips of yours.
I keep the sacred essences and forms
Of my corrupt amours!"[২৬]

এ যেন হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত শ্মশান চিত্র। কিন্তু শ্মশান নয়। কবিতার শুরুতেই স্থানের উল্লেখ করেছেন বোদলেয়ার। কবি নায়কের সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রেয়সী। স্থান - পথের মোড়, ঋতু - গ্রীষ্ম, কিন্তু মধুর। সে ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল রৌদ্রস্নাত দিন। অস্থির কুক্কুরী কঙ্কাল পিণ্ড থেকে শব ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করছে। বুদ্ধদেবের অনুবাদ কর্মে বাঙালি পাঠক শুনলেন মানব জীবনের অন্তিম পরিণতি, ধ্বস্ত প্রেমের সঙ্গীত - স্বর্গীয় প্রেমের দীপ্তি মাটির পৃথিবীতে এমনই নতজানু।

(i) "শিলার শয়নে গলিত জন্তু রয়েছে প'ড়ে -
প্রেয়সী, পড়ে কি মনে?"[২৭]

(ii) "লজ্জাবিহীন, উদাসীনভাবে উদর খোলা,
বিকট বাষ্পে পূর্ণ।"[২৮]

(iii) "ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি প'চে-ওঠা গলা জঠর ছেয়ে;
আর নামে, অবিরল।"[২৯]

(iv) "আর তবু তুমি, তুমিও হবে এ-বিষ্ঠাধারা,
জঘন্য কীটপঙক্তি
আমার স্বভাবী সূর্য, আমার চোখের তারা,
দেবদূত, সংরক্তি!"[৩০]

(v) "তাহ'লে, রূপসী, বোলো সে কৃমির বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।"[৩১]

মানবের প্রণয় সম্ভাষণের পরিণতিও এমন হতে পারে। তুমি আর আমি, আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা। আমাদের তাড়া করে ফেরে মৃত্যু নেমেসিস, সে এক অনিবার্য পরিণতি - আমরা শব। - বিষ্ঠাপিণ্ড। শরীরে বাসা বাঁধে কৃমিকীট - বংশ বিস্তার করে। ধ্বস্ত প্রেম। আধুনিক কাব্যের দুরন্ত বোদলেয়ারীয় প্রত্যাঘাত - প্রতিষ্ঠাও। বাংলার শ্মশান সঙ্গীতের মত নিম্নবর্গীয় মানুষের কণ্ঠস্বরকে বিপ্রতীপ অসাধারণ সৌন্দর্যে শিল্পবন্দি করলেন কবি।

কোন মানুষ দু'বার একই নদীতে স্নান করে না। স্রোত কারো জন্য থামে না, সময়ও না। আধুনিকতাও গতিশীল, তার পথ আগামীর অভিমুখে। কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সকলেই একটি দ্বীপের অনুসন্ধান করেন। স্রষ্টার সমকাল এবং মেজাজ সেই কাঙ্ক্ষিত দ্বীপটিকে যখন ছুঁয়ে যায়, তখন তিনি আধুনিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু 'আধুনিকতা' একটি আপাত গন্তব্যবোধক শব্দবন্ধ। স্রষ্টা-যাত্রিকের সাময়িক বিশ্রাম স্থান। আসলে মুহূর্তে মুহূর্তে বদল তো থাকেই, এরপর আসে বড় বদল, বড় বাঁক। সুতরাং পরিবর্তনের চিহ্নিত পথটি হল মুখ্য। আধুনিকতা স্ট্যাটিক নয়, ডায়নামিক। আধুনিকতা কোন সুচিরজীবী স্থায়ী স্মারক স্তম্ভ নয়, নয় কোন চিরন্তন স্থাপত্য কিংবা মাইলস্টোন। আমরা সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কেউই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধুনিক হয়ে উঠিনি। কবে যে আমরা সত্যকার আধুনিক হয়ে উঠব, তা ঠিক জানিনা। যেমন মানুষ আজও যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠেনি। কবে যে মানুষ সত্যকার মানুষ হবে তাও অজানা। মানুষের মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা আজও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। জন্ম মুহূর্ত থেকে মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করছে। কিন্তু মানুষ ততটুকুই মানুষ যতটা তিনি শীলিত, সংস্কৃত এবং বৌদ্ধিক চেতনার অংশীদার। আমাদের যাত্রা তো থামে না, আধুনিকতার পথও অনির্দেশ্য। সমাজ কখনো কখনো পশ্চাৎমুখী হয়। ইতিহাস সময়ের সেই সংকটকাল নির্ণয় করে এবং তার উত্তরণের পথরেখাও খুঁজে নেয়। সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সময় এবং সমকালীনতাকে মান্যতার সূত্র মেনে চলতে হয়। প্রাকৃত ঘটনা, সমাজ বাস্তবতাকে গ্রহণ করেই স্রষ্টার সুন্দরের ধারণা জন্মলাভ করে।

বোদলেয়ার আধুনিক। আধুনিক জীবনের চিত্রকর। কবিতার বাস্তবতা, সত্য এবং জীবনসত্যকে তিনি শিল্পের চিরন্তনত্বে বেঁধে ফেলেছেন। তাঁর শিল্প সময় চিহ্নিত, তাঁর সময় সমাজ চিহ্নিত। তাঁর সমাজ তাঁরই ঘরানার, যা সত্য সত্যই বোদলেয়ারীয়, নিম্নবর্গীয় অনভিজাত সুচ সুতোয় সেলাই করা জড়োয়া বুননের শিল্প। ফ্রান্সের সে সমাজ ছিল ভেঙে পড়া দোমড়ানো মোচড়ানো। ধনতান্ত্রিক তিরে বিদ্ধ হয়ে ডানা ভাঙা পাখির মত ব্যক্তি যখন কাতরাতে থাকে, সেই কবি বোদলেয়ার, যিনি সমকালীন আধুনিক সন্ধানী পথটি উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি ছুঁয়েছিলেন সমকালের আধুনিকতাকে। যুগ প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর সৃষ্টিতে। তিনি যুগের মুখচ্ছদ। কবিতার সাম্রাজ্যে তিনি সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের শ্মশান শয্যার উপর প্রথম আধুনিক কবি। ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সভ্যতার উপজাত ফল তিনি। বোদলেয়ার হলেন প্রথম আধুনিক কাব্যের মুক্তিদূত।

বোদলেয়ার। ভিন গ্রহের ধ্রুবতারা। চাঁড়ালকে ছুঁয়ে যাওয়া কুবাতাস। কালো মেঘে 'Ou tout n'est Qu'or, acier, lumiere'-র তিক্ত স্বাদ। অসূর্যম্পশ্যাদের পচন-দূষণের স্রাব গন্ধ। না, তাঁর জন্য কোন রাজপথ নেই। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির রমণীয় নীলাকাশ নেই। নেই দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তর। তাঁর জন্য আছে কদর্য কুৎসিত লজ্জাজনক ব্যাধি। আছে, দূর বস্তির অন্ধ গলিঘুঁজি, যেখানে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে পচা পচা এঁটো কাঁটা, মরা মরা ক্ষয়িত-গলিত বেড়াল-কুকুর। ঘন ধোঁয়াশায় দিনের আলো ধুকপুকে আবছা। আলোকের প্রবেশপথ যেন অর্ধপথে স্থগিত হয়ে গেছে। নিয়ন গ্যাসের আলোয় কুষ্ঠরোগী, হাড় জিরজিরে টি.বি. রোগী, ছেঁড়া ফাটা লুঙ্গি পরা, পুরানো পুরানো সব বাবু স্যুট, শ্মশানের মড়কের শবেদের ফেলে দেওয়া জামা জুতো। শীত ঘুমে থাকা সব মানুষেরা। স্যাঁতসেঁতে ফেলে দেওয়া রোঁয়া ওঠা গায়ের কম্বল। বাংলার ভিজে মাটি। অচেনা গোফুর, গোপাল চাঁড়াল, দুখিরাম সর্দার, গুইয়া, পচা, তুলসী দাসী, একাদশী - আর সেই খুঁদি খুড়ো, চাঁদ ডুবে চলে গেছে। পচা নালা, টিন ছাওয়া ছোট ছোট কুঠুরির ফাঁকে ফাঁকে কেরোসিন কুপি জ্বলে। প্যারিসের আলোময় রাত, একালের মুকেশ আম্বানি, ধারাভির অলিগলি, কলকাতা, সোনাগাছি, বেশ্যাপাড়া। নিভু নিভু আলো। এই তো সময়। চলো যাই পতিতা পাড়ায়। পতিতারা আবির ওড়ায়। ভিন দেশি ধ্রুবতারা, কবিতার মহোৎসব হবে। কেমন সে কবিতা? শ্রীমতী চলেন স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে। লাবণ্যের মৃদু মন্দ দোলা। তালে তালে, দুলে দুলে। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পদক্ষেপে নৃত্যের লয়। কিন্তু, মরুর ধূসর আস্তরণের মত, তিনি মানুষের সুখ দুঃখে নির্বিকার। বড় হিম উদাসীনতা। রমণী হয়ে উঠলেন আলো জ্বলা নিষ্ফল নক্ষত্র। সে, তিনি বন্ধ্যা রমণী -

"Ou` tout n'est Qu'or, acier, lumiere et diamants,
Resplendit a jamais, comme un astre inutile,
La froide majeste de la femme sterile."[৩২]

বোদলেয়ার আলোচিত কবিতাটির কোন নামকরণ করেননি। পেঙ্গুইন, প্রকাশিত মূল ফরাসিতে কবিতাটি সংখ্যা চিহ্নিত '17 (XXVII)'। কবিতাটির প্রথম চরণ হল - 'Avec ses vetements ondoyants et nacres' এটি। কবি বুদ্ধদেব চরণটির অনুবাদ করেছেন - "স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে..."। এটিই অনূদিত বাংলা কবিতার শিরোনাম। কবিতার শেষ তিনটি চরণ কাব্যমূল্যে অসাধারণ। নিষ্ফল নক্ষত্র হয়ে উঠল বন্ধ্যা নারীর প্রতীকরূপ -

"ইস্পাত, সোনা, হীরক, আলোর চয়নে
জ্বলে চিরকাল - নিষ্ফল নক্ষত্র!
বন্ধ্যা নারীর নিস্তাপ রাজছত্র।"[৩৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধুনিক কবিতার বিজয়োৎসব ঘোষিত হল সেদিন। কোন যুগ সময়চিহ্নিত, ভগ্ন বটে, কিন্তু সুতো কাটা ঘুড়ির মত সমাজকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত নয়, বিনষ্টও নয়। রামরাজ্য তো অলীক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক কল্পনা। আমাদের এই মানুষের সমাজে কখনো সত্যযুগ ছিল না। কিন্তু মানুষ সত্যযুগে পৌঁছানোর জন্য সাধনা করেছে। তপস্যা কঠিন মানুষের তপস্যা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। এই অসম অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক পৃথিবী, লাভ-লোভ-হিংসা প্রপীড়িত পৃথিবী - এখানে বিশুদ্ধ সৎ মানুষের জন্ম সম্ভাবনা বিরল, আকস্মিক ঘটনা নিশ্চয়ই।

এই পতন বন্ধুর পৃথিবীতে আজ কোথাও কোন পরম স্বস্তির সুবাতাস নেই। সেই প্রশান্তির আলোকাভাস কই? জ্ঞান ও প্রেমের সংগম স্থল কই? তবুও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ পার্থিত আলোকের স্বপ্নসন্ধানী হয়ে ওঠেন। সামাজিক অপব্যয় ও অন্ধকারের মুক্তি ঘটবে কবে? কিভাবে? এগুলিকে উপেক্ষা না আত্মীকরণ? না - বর্জন ও মুক্তি। পঙ্ককর্দম দুর্গন্ধপূর্ণ জঞ্জালের ভিড়ে আমাদের যাত্রাপথ অপরিসর। আমাদের বিবেক লাঞ্ছিত, শুদ্ধ গুটিপোকা কুরে কুরে খায়। আমরা কেউ ভালো ছিলাম না, আজও নেই। হয়তো ছিলাম - আপাত ভাল - তাতে মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভের তেমন কোন আশমানজমিন ফারাক হয়ে ওঠেনি। অসম সমাজের প্রধান অপব্যয় অনুদার অসম অর্থনৈতিক স্ফীতি। পণ্যসভ্যতা, ঘুণ ধরা বুর্জোয়া আভিজাত্য, উল্টোদিকে নিম্নবর্গীয় মানুষ। শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রান্তিক মানুষ হয়ে ওঠেন উপজাত কলঙ্কচিহ্ন। পড়ন্ত সামন্ততন্ত্রের উপর নির্মিত হয় বুর্জোয়া আধিপত্যবাদের সৌধ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যে নামেই চিহ্নিত হোক, তার বিষ জর্জর প্রভাব কি সেকাল, কি একাল, কি অনাধুনিক কি আধুনিক, কি প্রাচীন কি নবীন, কি সামন্ততান্ত্রিক কি বুর্জোয়া - সর্বত্রই গভীর প্রভাব রেখে গেছে।

ক্লেদাক্ত সমাজ ও ক্লেদাক্ত জীবনের ছবি তো বহু ব্যাপ্ত, সর্বস্তরীয়। স্বর্গলোকের অস্তিত্ব তো তর্ক কণ্টকিত। পুণ্যস্থান অপরিসর, অপরিষ্কৃত। মানুষের পৃথিবী ছেড়ে, রক্তক্ষত পৃথিবী ছেড়ে, রিক্ত ক্লান্ত পাণ্ডুপুত্রগণ স্বর্গপথে যাত্রা করেছেন। আর এই বিশ - একুশ শতকের দেশভাগের কালের বাস্তুচ্যুত গেরস্থ নরনারী কিংবা জীবনতাড়িত মৃত্যুপথযাত্রী ঘর-বাড়ি স্বজন হারানো রোহিঙ্গারা স্বর্গপথের সন্ধান পেল কই? পুরাণকারেরা পুরাণে বাস্তবের নরকের প্রতিরূপ এঁকেছেন। কিন্তু রোমান্টিক চিত্রকর কবি শিল্পীরা এক্ষেত্রে বড্ড মিতবাক। কালো কালো মানুষেরা রোমান্টিক কবি শিল্পীদের কলমে প্রায় অনুপস্থিত। কর্দমাক্ত নরকের চিত্র অঙ্কনে তাঁরা কৃপণ। মানুষের পাপবোধ স্বর্গ থেকে আসে না। এই আমাদের পৃথিবী - মানুষ ও মানব সমাজকে ঘিরেই তা আবর্তিত। জন্মভ্রূণ ব্যভিচারের জাতক নয়, বরং ব্যভিচারই বিকৃত ভ্রূণের জাতক। আধুনিক পীড়িত মানুষের শিরা ও ধমনি বিকলাঙ্গ। খঞ্জ বধির নরনারী আসলে ব্যাধিজর্জর সমাজের উপজাত ফল। ব্যাধির কোন উচ্চবর্গ কিংবা নিম্নবর্গ নেই। দুষ্ট ব্যাধি মানবশরীরকে জর্জরিত করে - সিফিলিস, গণেরিয়া, এডস, যক্ষা, কুষ্ঠ-কলুষিত গলিত পুঁজ-রক্ত জীবাণু বিষদ পঙ্কিলতা। অমঙ্গলের ছায়াচিহ্ন। পটে আঁকা মুখোশ মানুষের ছবি নয়, প্রাকৃত মানুষের ছবি। নববধূর লাল টুকটুকে আলতা রাঙানো পায়ের নূপুরের ধ্বনি নয়, নয় ধীর সাবধানী পদবিক্ষেপ। বোদলেয়ারের সৃষ্টিতে কাঁচা মদের গন্ধ ওড়ে - মাতাল লুটোপুটি খায়। প্রদীপের তলায় অন্ধকারের স্তূপ মাথা তুলে দাঁড়ায়। কালো কালো রেখার মত, ছেঁড়া জুতো পায়ে ওঁরা, খুপরি ঘর। ঘিঞ্জি বস্তি। উল্টোদিকে প্যারিস নগরীতে বিলাস বৈভব যেন পটে আঁকা সুখী মানুষের ছবি। বৈপরীত্যের এই ক্রান্তিকালই বোদলেয়ারের আধুনিক কবিতা সৃষ্টির মহেন্দ্রক্ষণ। প্রেমের জন্য নায়ক-নায়িকারা আর শতেক আলোকবর্ষ অপেক্ষা করেন না। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে প্রেমিক-প্রেমিকা দখিনা বাতাসের কানে কানে আর কথা বলে না। বোদলেয়ারের কবিতায় প্রেমের পরিণাম ঘৃণা। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন কবির কাছে যুদ্ধ। আবেগহীন ফিকে রোমান্টিক সঙ্গমের সেই কমনীয় স্বাদু আবেদন নেই। সঙ্গম ভর করে থাকে দাঁত আর নখে। বোদলেয়ার তাঁর 'Duellum'- কবিতায় লিখলেন -

"Ma chere! mais les dents, les ongles aceres
…
Nos heros, s'etreignant mechamment, ont roule
…
Ce gouffre, c'est l'enfer, de nos amis peuple l!
Afin d'eterniser l'ardeur de notre haine!" [৩৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) ইংরেজিতে কবিতাটির অনুবাদ করলেন 'Mortal Combat' শিরোনামে। আধুনিক কাব্যের সর্বোত্তম নান্দনিক রূপ প্রকাশিত হল। পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যোদ্ধার মত মিলন। বাতাস আহত। ব্রণদুষ্ট প্রণয়। চিতা আর নেকড়ের এমন যুদ্ধ -

"The blades are broken, now, the flesh is frail.
Where wildcats watch them grapple in the dust;
…
It's Hell! It's full of people just like us.
To roll around immortalizing hate!"[৩৫]

বুদ্ধদেব কবিতাটি অনুবাদ করলেন 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' নামকরণ করে। প্রেমিক-প্রেমিকার ত্বক বিদীর্ণ, শুকনো কাঁটাবনে ফুল ফোটে-

"তাদের বিদীর্ণ ত্বক ফুল ফোটে শুকনো কাঁটাবনে।
- এইতো নরক, বহু বন্ধুদের নির্দিষ্ট ঠিকানা!
- জ্বালাময় ঘৃণার বন্ধনে!"[৩৬]

বোদলেয়ারের কবিতায় কোথাও প্রশান্তির কোন সুবাতাস নেই। ঘৃণার পঙ্কে অবগাহন করে তিনি অশুভের আগমনী সঙ্গীত গেয়েছেন। ভারতীয় পুরাণে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করে গঙ্গাকে মর্ত্যে এনেছিলেন। আর বোদলেয়ার রোমান্টিক কবিতার শ্রীভূমিতে সময়োচিত অমঙ্গল ও অশুভ চেতনার জন্ম দিলেন। তাঁর কবিতা 'ক্লেদজ কুসুম'। ফুল তিনি ফোটালেন, কিন্তু সেখানে ছায়া নেই। তাঁর চারপাশে রিক্ত খর্জূর বৃক্ষ। নৈরাশ্যের নৈমিষারণ্যে যুগ পীড়িত অবসাদ ও নির্বেদের (ennui) মোড়কে রোমান্টিক বিষণ্ণতার অপমৃত্যু ঘটালেন তিনি। রোমান্টিক কবিতার অভিমুখকে প্রতিহত করে, সেই মহত্তম কবিতা শিল্পকে গভীর চোরাবালিতে ঠেলে দিলেন কবি। স্রষ্টার স্বপ্ন সুন্দরের বোধ গতি বদলে দুঃসাহসী পথে হাঁটল।

অভিজ্ঞতা মানুষকে কত কি দেয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে কোন মানুষ সৎ হয় না। যা হয়, তা হল আপাত সৎ। মধ্যবিত্ত সমাজ ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তের এমন বাঁধাধরা জীবন সার্বজনীন মানব সমাজের প্রতিনিধি নয়। আদর্শ জীবনের সন্ধান যুগে যুগে হয়েছে। বুদ্ধ খ্রিস্ট প্রভৃতি পরম পিতাগণ আমাদের আদর্শ নিশ্চয়ই। কৃষিভিত্তিক সামন্ত সভ্যতা যখন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠে, সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মধ্যবিত্ত সমাজ যখন ভেঙে যায়, তখন মদখোর, মাতাল, ভবঘুরে, গাঁজাখোর, চোর, গুণ্ডা, লম্পট, বারবিলাসিনী, নারী যৌনকর্মী, পুরুষ যৌনকর্মী, সিফিলিস রোগী, বস্তিবাসী, শিশু শ্রমিক, ভিক্ষুক, কুষ্ঠ-যক্ষ্মা ও এডস রোগী শীলিত নাগরিক সমাজকে নাড়া দেয় নিশ্চয়ই। এসব বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অর্ধেক আকাশ দেখার মতই অসম্পূর্ণ। উন্নাসিকভাবে এগুলি উপেক্ষা করলে শিল্পে একদেশদর্শিতা চলে আসে। অবশ্য শিল্পবোধ স্রষ্টার আবেগ অনুভূতি ও ভাললাগা - মন্দলাগার উপর নির্ভর করে।

জীবনের ব্যাখ্যা জীবনই। জীবনের অসম্পূর্ণতা পুরোপুরি ব্যক্তি নির্ভর নয়। ব্যক্তিকে জড়িয়ে থাকে বহু অসংখ্য জড়ানো ছড়ানো শেকড় - ব্যক্তি → পরিবার → প্রতিষ্ঠান → সমাজ প্রভৃতি। অসম্পূর্ণ জীবন শুধু ব্যক্তির নেমেসিস নয়। রাষ্ট্র ও সমাজ যদি সাদা না হয়, তখন রাষ্ট্র সৃষ্ট কালো কালো পোকা ব্যক্তির বিবেক কুরে কুরে খায়। বৃহত্তর সামাজিক পেষণ আর অসুস্থ রাষ্ট্রযন্ত্রের হৃৎপিণ্ড থেকে পচা গলিত দূষিত রক্তস্রোত উত্তর পুরুষে সঞ্চিত হয়। সুতরাং অসুস্থ মানব সমাজে সৎ মানুষের অস্তিত্ব একটা গতানুগতিক ধারণা মাত্র।

বোদলেয়ারের ব্যক্তিজীবন সমকালের পরিবার ও সমাজের আধারেই লালিত বর্ধিত হয়েছিল। কবির মানসিক গঠন ততটা দারিদ্র্য পীড়িত নয়, যতটা পরিবার ও সমাজ পীড়িত। বোদলেয়ারের কাব্যজীবন তাঁর সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রফল। তাঁর (Les Fleurs Du Mal - Flowers of Evil) 'অশুভ ফুল' আকাশ থেকে ঝরে পড়া নির্মল বৃষ্টিধারা নয়, তা ধোঁয়া ধুলোবালির রসায়নে কদর্য মৃত্তিকার উপর বিকলাঙ্গ শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ায় মতই। কবির তিন প্রণয়ীর কেউই তাঁকে বাদলা দিনে ভেজা শরীরে শুভ্র বিছানায় বসে গোলাপগুচ্ছ উপহার দিতে আসেননি। বরং তাঁরা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন কুৎসিত সিফিলিস কিংবা নিরানন্দ প্রেমহীন যৌনতা। উচ্ছৃঙ্খল বোহেমিয়ান বোদলেয়ার কিন্তু শিল্প রচনায় তবুও সংহত, সংযত ও পরিশীলিত। একথা ঠিক, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত গতানুগতিক সংজ্ঞার বদল ঘটে গেছে তাঁর লেখনীতেই। তাঁর কবিতায় বৃদ্ধারা চলেন পিঁপড়ের দলের মত। পণ্য ভোগ্য বস্তুর বিকিকিনি করে তাঁর নারী। - প্রেম কই?

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কোন পথে তিনি কাব্যশিল্পকে নবত্ব দিয়েছেন? কবির অশুভ জন্ম দিয়েছে সুন্দরের ফুল। ঘৃণা, বিকার, আততায়ী, আত্মঘাতী, মদ ও নেশা, কৃত্রিম স্বর্গ, পচা মৃতদেহ, চিমনি, ধোঁয়া, সুরা, বেশ্যা, অন্ধকার পাঁক, বিশ্রী ভিক্ষু, গোলক ধাঁধা, গলিঘুঁজি, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কৃষ্ণকায় মহিলা, নৈরাশ্য, আশাহীনতা, পাঁক, কসাইখানা, গণকবর, অশুভ, অলক্ষ্মী, নরক এসব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তাঁর কবি প্রকৃতিটিকে চিনিয়ে দেয় সহজেই।

একথা ঠিক, বাস্তব পৃথিবীর সবটা নর্দমা নয় - এখানে আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, সমুদ্র পাহাড় গ্রহ নক্ষত্র আছে। আছে প্রকৃতি নিসর্গ। এগুলি তো মানুষের সৃষ্টি নয় - ঈশ্বরের প্রাসাদ। কিন্তু মানুষ তাকে বিনষ্ট করেছে। সমাজ ক্রমে ক্রমে পুঁজ রক্ত নর্দমা নরকে পরিণত হচ্ছে। বোদলেয়ার মুখোশ শিল্পী নন, সুতরাং পাঁকেই ফুটেছে শিল্পের ফুল। এ পাঁক প্রাকৃতিক জলাশয়ের পাঁক নয়, নারকীয় - পচা জীব-জন্তুর দুর্গন্ধ ছড়ানো পাঁক। সেখানে ফুটেছে পদ্ম, সুন্দরের ফুল।

আধুনিকতা হল শিল্পের সাময়িকতা, আবার কোন দ্বীপ খোঁজার জন্য স্রষ্টাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। রোমান্টিক কবিরা মঙ্গলের আরাধনা করেছেন। বোদলেয়ার অমঙ্গল ও অশুভ সৌন্দর্যশক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। কালো কালো আকাশ, কালো কালো সৌন্দর্য। প্যারিস যেন দমবন্ধ রান্নাঘরের কড়াই। অপরিণত মস্তিষ্কের মানুষ, ক্ষতবিক্ষত স্তন, বিষণ্ণ কর্দমাক্ত রাস্তাঘাট, অপরিষ্কৃত বাড়ি, হলুদ পোশাক, খোঁড়া চতুষ্পদী জন্তু, শিরদাঁড়া ভাঙা ব্যক্তি, পিষ্ট মৃতদেহ, বিকৃত ছায়ামূর্তি প্রভৃতি চিত্ররূপ নির্মাণ একান্তই বোদলেয়ারীয়। যা চিরন্তন ও অশুভ শক্তির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। পাঠকও আবেগ বর্জিত পাপ পুণ্যে চালিত হয়ে বাস্তবের শবযাত্রার মতই বিষণ্ণ ও একাত্ম হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই আধুনিক কবিতার সাবালকত্বের নানা লক্ষণ তাঁর কবিতায় স্বতন্ত্র আসন করে নিয়েছে। শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে প্রতীকী তাৎপর্যে উন্নীত করেছেন কবি। - এগুলির মধ্যে -

মানুষ বলির পশু, কৃত্রিম স্বর্গ, জল্লাদের ছুরি, কালো বিষণ্ণ দ্বীপ, ফাঁসি কাঠ, বন্য পশুর লোলুপ দৃষ্টি, শূন্য কোটর চোখ, পেট থেকে বেরিয়ে আসা নাড়ি ভুঁড়ি, হিংস্র পাখির দল, ফাঁসি কাঠ থেকে ঝোলানো মানুষ, কৃত্রিম স্বপ্নভূমি, কামনার রঙ, মরীচিকার মৃত্যু, পাপের পঙ্কিল কুণ্ড, ক্ষত, লজ্জা, পাপবোধ, নপুংসতা, নর্দমা, গণকবর, কষাইখানা, নিকষ কালো, ভূগর্ভস্থ নালা, তালগোল, একাকিত্ব, বিশৃঙ্খলা, পিশাচী, ক্রুদ্ধ আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতীকী শব্দের অর্থ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুখোশ সৃষ্টির প্রতিরূপ নির্মাণের প্রয়াস তাঁর শিল্পে নেই। এককথায় আলো আঁধারি রোমান্টিক শিল্পকে উপড়ে ফেলার সাহস তিনিই দেখিয়েছেন। বোদলেয়ারের কবিতায় পাপবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। কবির 'ফ্লুরস দ্য মাল (Les Fleurs Du Mal - Flowers of Evil) কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অর্থ হতে পারে 'দ্য ফ্লাওয়ার্স ইভল'। বাংলায় 'ইভল' কথার অর্থ 'অশুভ'। ফ্লাওয়ার্স কথার অর্থ 'ফুলগুলি'। কাব্যে পাপবোধ বিভিন্ন কবিতার প্রাসঙ্গিক বিষয়। কষ্ট যন্ত্রণা পাপের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। অন্ধকার পাপের উৎসার। অনেক কবিতার নামকরণ সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 'পিশাচী' ('Le Vampire'), 'কয়েকটি বিষ' ('Le Poison'), 'এক শব' ('Une Charogne') প্রভৃতি কবিতা পাপবোধের প্রতিনিধিত্ব করেছে। একথা ঠিক, এক যুগের মৃত ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কালকে কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি। নগর সভ্যতার চোখ ঝলসানো রূপ একদিকে, অন্যদিকে ধনতন্ত্রের বিষময় যন্ত্রণার উন্মোচন দেখিয়েছেন কবি। কবিতা অবসাদগ্রস্ত, একাকিত্বে পীড়িত। প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন মানুষ ক্লান্ত। বোদলেয়ারের শয়তান সমসময়ের হতাশা জর্জর উৎপীড়নের ক্লান্ত প্রতিকল্প। বোদলেয়ার কোরিওগ্রাফার নন। আমাদের বাঙালি আধুনিক কবির মত তিনি ফুল কেমন করে ফোটে তা জানার জন্য সারারাত গাছের তলায় বসে থাকেন না। ফুল ফোটার রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করার সময় হয়তো তাঁর নেই। তবুও এক ধূসর অন্ধকার জীবনের রূপকার রূপে তিনি আধুনিক কবিদের অগ্রপথিক হয়ে থাকবেন।

।। চার।।

বোদলেয়ারের 'Les Fleurs Du Mal' ('ক্লেদজ কুসুম') কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'Au Lecteur' ('পাঠকের প্রতি')-এ আধুনিক কাব্যের যে সূত্রপাত, পরবর্তী 'Spleen et Ideal' ('বিতৃষ্ণা ও আদর্শ') বর্গের কবিতাগুলিতে তার বিকাশ ও বিবর্তন। এই গুচ্ছে ৯২টি কবিতাকে অনুবন্ধ করেছেন কবি। এই অধ্যায়ের কবিতাগুলির শিরা-ধমনি ও অস্থিমজ্জায় বিতৃষ্ণা ও আত্মপীড়নের তীব্রতাকে পচনশীল পূতিগন্ধময় হৃদযন্ত্রের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালিত করেছেন কবি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বুদ্ধদেব বসু এই পর্বের ৯২টি কবিতার মধ্যে ৬৫টি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এই অধ্যায়ের কবিতাগুলিতে বোদলেয়ার হয়ে উঠেছেন সর্বোত্তম আধুনিক কবি।

বোদলেয়ারের 'Spleen et Ideal' (Spleen and Ideal) গুচ্ছের প্রথম কবিতা 'Benediction)। কবিতাটি বুদ্ধদেব অনুবাদ করেননি। পেঙ্গুইন প্রকাশিত বোদলেয়ারের কবিতার ইংরেজি গদ্যানুবাদক ক্যারল ক্লার্ক-এর অনুবাদেও লেখাটি স্থান পায়নি। এটি বোদলেয়ারের একটি প্রেম কবিতা। তাঁর প্রেম কবিতায় কেবল ক্লেদজ ও অপবিত্র রূপই নেই। আছে পবিত্র শুভবোধ। তাঁর প্রেম কবিতায় আছে কঠোর বাস্তবতা, আধ্যাত্মিকতা তথা ঈশ্বরমুখীনতা। গণিকা আপলিনী সাবাতিয়ে শুধু বোদলেয়ারের রক্ষিতা নয়, তিনি কবির অনুপ্রেরণা। তিনি কবির আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস। কবিতায় মৃত্তিকা সংলগ্ন ও স্বর্গীয় প্রেমের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন কবি। ক্যারল ক্লার্ক লিখলেন -

"Since - of all my sex - You have chosen me." [৩৭]

আবার পরক্ষণেই আছে প্রেমের স্বর্গীয় অনুভূতি, অদৃশ্য দেবদূতের ডানা পক্ষবিস্তার করছে -

"Meanwhile, under an unseen Angel's wing."[৩৮]

এরপর আর তেমন ফিরে তাকাননি বোদলেয়ার। তাঁর কাব্যসৃষ্টির বিষয় ও প্রকৌশল - সবই হয়ে উঠল আধুনিক কাব্যের সারাৎসার। 'Spleen et Ideal' কবিতাগুচ্ছের দ্বিতীয় কবিতা 'L' Albatros'। পেঙ্গুইন প্রকাশনায় ক্যারোল ক্লার্ক - এর ইংরেজি গদ্যানুবাদে কবিতাটির নামকরণ - 'The Albatross'. ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'The Albatros' - শিরোনামে। দেখা যাচ্ছে একটি 'এস' [S] অনুক্ত। বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য 'আলব্রাটস' ('L' Albatros) কবিতাটি দিয়েই এই বর্গের অনুবাদ কর্মের শুভারম্ভ করেছেন। 'আলব্রাটস' একটি পাখি। কবিতায় পাখির উল্লেখ অনেক। বোদলেয়ারের কবিতায় আলব্রাটস ছাড়াও পেঁচা (Les Hiboux) ও রাজহাঁসের (Le Cygne) উল্লেখ আছে। আলব্রাটস সমুদ্র বিহঙ্গ। নাবিকেরা তাঁকে ধরে এনে পাটাতনে বন্দি রেখেছে। বোদলেয়ার লিখলেন -

"Laissent Piteusement Leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons trainer a cote d'eux."[৩৯]

ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি পদ্যানুবাদ এরকম –

"Pathetically, he drags those futile things
Behind him like a pair of great white oars."[৪০]

বিশাল আলব্রাটস। সমুদ্রের তিক্ত ফেনা পার করে নাবিকের সহযাত্রী সে পাখি। সুবিশাল নীলাকাশে তার কত রূপ। কিন্তু ধরা পড়ার পর বন্দি পাখিটির এখন টিকে থাকার সংকট। আকাশের সম্রাট লজ্জা বিহ্বল। বোদলেয়ারের আলব্রার্টসের পরিণতি করুণ। সে অসহায়ভাবে ডানা ঝাপটায়। নীল আকাশ থেকে মাটির পৃথিবীতে তার নির্বাসন ঘটে গেছে। সে অবরুদ্ধ। এখন মেঘলোকের যুবরাজ পাটাতনের উপর প্রহসন পুতুলের মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তার সেই শ্রী ও সৌন্দর্য আর নেই। কুশ্রী বিদ্রুপের খোরাক সে। অনিবার্য মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে। কবিতায় রয়েছে আহত রোমান্টিকতা। বাস্তবের এই পৃথিবী ও মানুষের নিষ্ঠুরতার প্রতীকরূপ আলব্রার্টস। বুদ্ধদেব লিখলেন -

"বিরাট, করুণ, শুভ্র ডানা তার, ক্ষুব্ধ নিপাতনে
নাড়ে, যেন দাঁড়-ভাঙা, অসহায়, সন্ত্রস্ত তরণী।"[৪১]

'আলোক স্তম্ভ' (Les phares) - কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, কোথাও নেই কোন প্রেমের উপাখ্যান। হাসপাতাল বিষণ্ণ ও কান্না পরিপূর্ণ। উদ্ধত প্রেতের দল গোধূলির আলো গিলে খায়। তীক্ষ্ণ নখরে শবের আচ্ছাদন ছিন্ন হয়। কামোৎসবের আগুনে নরনারী ঝলসে যায়। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন 'The Guiding Lights' - শিরোনামে -

"Phantasmagoria of naked girls
Seducing fiends and kicking up their heels;
Viragos at their vanities; a world
Where foetuses are fried for sabbath meals." [৪২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবিতাটি যেন ভারতীয় তান্ত্রিকের অশুভের পূজা। ভ্রূণের মাংসে অন্নপাক হচ্ছে। ডাকিনীর জন্য পূজার থালা প্রস্তুত সম্পূর্ণ। বালিকা পা তুলে নগ্ন অভিনয় করছে। পিশাচের লালসা, নারকীয় শপথ, আফিমের স্বর্গীয় সান্ত্বনা, অভিশাপ অবিশ্বাস প্রভৃতি শব্দ ও শব্দগুচ্ছ বোদলেয়ারের পাপবোধের উৎসারণকে চিহ্নিত করে। বুদ্ধদেবের অনুবাদে -

"ভ্রূণমাংসে অন্নপাক ডাকিনীর পূজার থালায়,
দর্পণে নিবদ্ধ বৃদ্ধা, বালিকার নগ্ন অভিনয়
পা তুলে, মোজার বন্ধে, পিশাচের লালসা জ্বালায়।"[৪৩]

বোদলেয়ারের 'পিশাচী' (Le Vampire) কবিতায় বিতৃষ্ণার একটি বৃত্ত পরিপূর্ণ রূপ পাচ্ছে। পাপের পঙ্কিল অধোগামী অভিমুখে কবির যাত্রা। ভয়ঙ্কর পাপবৃত্তে তিনি নিমজ্জিত, সেখানেই তিনি ডুবে থাকতে চান। তা থেকে তিনি মুক্তি কামনা করেন না। বোদলেয়ার লিখলেন -

"Comme aux vermines la charogne
Maudite, maudite sois - tu!"[৪৪]

পিশাচী আসেন দৈত্য দানোর ভিড় ঠেলে। কবি ক্লান্ত, তা সত্ত্বেও তিনি পাতকিনীকে আলিঙ্গন করেন। ওয়াল্টার মার্টিন তাঁর অনূদিত 'The Vampire' কবিতায় লিখলেন -

"While I'm the gambler in your spell,
The drunkard with the fiery thirst,
The corpse bedecked with vernin. Cursed,
I damn you to the fires of hell!"[৪৫]

পাঁড় মাতাল যেমন বোতল বোতল মদ খায়, জুয়াড়ি যেমন জুয়ার নেশায় মেতে যায়, পশুর পচা শবকে যেমন পোকার দঙ্গল কুরে কুরে খায়, তেমনি পিশাচীর স্থান নরকে। আলোহীন, আশাহীন, গলা পচা দুর্গন্ধযুক্ত নরক থেকে তার মুক্তি নেই। বুদ্ধদেব লিখলেন -

"বাঁধা আছি, বোতলটাতে পাঁড় মাতাল
পাশায় যেমন জুয়াড়ি দেয় মতি,
কিংবা যেন পশুর শবে পোকার পাল,
- নরকে, হোক নরকে তোর গতি!"[৪৬]

বোদলেয়ারের 'দানবী' (La Geante) কবিতাটি রমণীর যৌন অঙ্গ ও উপাঙ্গের বর্ণনায় অকপট। নারীকেন্দ্রিক যৌনতার প্রতীকরূপ এ কবিতা। যৌনতার বিশালতা কবিতাটিতে প্রতিষ্ঠিত। দানব যুবতীর সঙ্গে রমণ - গ্রীষ্মের দিনে, জরতপ্ত সূর্যদেশে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। কবির হৃদয়ে বিদ্যুৎ হানে। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি কাব্যানুবাদ (The Giantess)-

"My head down in the shadow of her breast -
A sleepy hamlet at the mountain's foot."[৪৭]

কবির আসঙ্গ স্পৃহা তৃপ্ত করেছে এই রমণী। ঘুমিয়েছে তাঁর সুউচ্চ স্তনের ছায়ায়। কবিতাটি মৌলিক, প্রাণবন্ত। আধুনিক কবিতার অন্যতম স্বরূপ লক্ষণ হল যৌনতার স্বভাবসিদ্ধ পরিক্রমণ। বোদলেয়ারের অনেক কবিতায় যৌনবৃত্তির প্রকরণে আছে ঘৃণার ক্ষতবিক্ষত রূপ। আলোচ্য কবিতায় কবির মগ্ন যৌনতা রমণীর স্তনের ছায়ায় সুশীল শান্ত। বুদ্ধদেব অনূদিত কবিতার (দানবী) শেষ স্তবকটি এরকম -

"পীড়িত সে, প্রান্তরে বিস্তীর্ণ হ'য়ে শুয়েছে যখন,
ঘুমিয়েছি অনায়াসে তুঙ্গ তার স্তনের ছায়ায়
পর্বতের পদপ্রান্তে শান্ত এক পল্লীর মতন।"[৪৮]

প্রেম ও যৌনতার বিরল কাব্যকথা বোদলেয়ারের 'La Balcon' (বারান্দা) কবিতাটি। অঙ্গীকার, গন্ধ আর অনন্ত চুম্বনের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত চিত্রিত হয়েছে কবিতাটিতে। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি পদ্যানুবাদে (The Balcony) -

"And peaceful evenings by glowing coals."[৪৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বুদ্ধদেব বসু চুল্লির দহনে আর তীব্র হলাহলে লাস্যময় করে তুললেন কবির প্রণয়কথাকে। লিখলেন -

"চুল্লির দহনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ!"[৫০]

বোদলেয়ার তাঁর বিতৃষ্ণা (Spleen) সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে বিষণ্ণতা, ঘৃণা, বিরক্তির অপরাজেয় উচ্চকণ্ঠকে নিরাসক্তভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন। নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন। স্বর্গভ্রষ্ট মানুষের মতই এমন পাপে নিমজ্জন একান্তই স্বাভাবিক ছিল। পরিত্রাণের ইচ্ছা, পিছুটান, নির্মল সিদ্ধির প্রচেষ্টা সবই এক মহাভয় ক্লেদাক্ত ধূসরতার অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। বিরক্ত বর্ষার মাস, ঠাণ্ডা অন্ধকার, ম্লান শহরতলি, শীত কম্পন, বিষণ্ণ প্রেতের স্বর, নর্দমার জলোচ্ছ্বাস, বৃদ্ধ কবির কঙ্কাল, ঘণ্টার বিলাপ, ধূমায়িত চিমনির নিশ্বাস, বাসি গন্ধ, মারাত্মক নেশা, বৃদ্ধ মৃত শোথ রোগী, ক্ষয়িত কাম, ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড দেরাজ, মগজের বিষণ্ণ কোটর, বিরাট জঠরে শব, দীর্ঘকায় কৃমি, বিবর্ণ গোলাপ, রক্তম্লান, মূঢ় শব, স্যাঁতসেঁতে পাতাল, কর্কশ চিৎকার, অনিকেত প্রেতদল, দীর্ঘ শবযাত্রা, সারি সারি কফিনের যান, অত্যাচারী বীভৎস যন্ত্রণা - প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সুনির্বাচিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছে বিষণ্ণতার পরিসরটিকে আশ্চর্য সংযত কাব্যরূপে শীলিত করেছে। বোদলেয়ার 'Spleen' (বিষণ্ণতা) শিরোনামে চারটি অসাধারণ কবিতা লিখেছেন। দ্বিতীয় কবিতাটির ('(LXVVI) Spleen') প্রথম চরণ আশ্চর্য কাব্যময় -

"J'ai plus de souvenirs Que si j'avais mille ans."[৫১]

ক্যারোল ক্লার্কের ইংরেজি গদ্যানুবাদটি এরকম –

"I have more memories than if I were a thousand years old."[৫২]

আর বুদ্ধদেবের চমৎকার অনুবাদে কাব্যশিল্পের নান্দনিক অভিষেক ঘটে যায় –

"হাজার বছর যেন বেঁচে আছি, এত স্মৃতি জমেছে আমার।"[৫৩]

ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির চমৎকার অনুবাদ করেছেন 'Black Bile' শিরোনামে। হাজার বছরের স্মৃতি অন্ধকার কবরখানা -

"Millenium of memories. All mine…
…
- I am a graveyard, hated by the moon,
Where worms, with dust I loved, hold intercourse,
Distending endlessly like remorse;
An old boudoir where fashions from the past."[৫৪]

কবি নিজেকে মনে করেছেন অন্ধকার কবরখানা। সেখানে চাঁদ অচেনা, দীর্ঘ দীর্ঘ কৃমিরা বাসা বাঁধে। এই সমাধিস্থানে শায়িত রয়েছে কবির প্রিয়তমা। কৃমিকীট তাঁকে নিত্য ঠুকরে ঠুকরে খায়। কবি লিখলেন -

"আমি এক আঁধার কবরখানা, চাঁদের অচেনা;
যেন মূর্ত মনস্তাপ, দীর্ঘকায় কৃমিরা সেথায়
যে মৃত আমার প্রিয়, তাকে নিত্য খুঁটে খুঁটে খায়।"[৫৫]

বোদলেয়ারের 'Les Fleurs Du Mal' (Flowers of Evil), কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় বর্গ 'Tableaux Parisiens' (Parisian Scenes)। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে তা হয়েছে 'প্যারিস চিত্র'। বোদলেয়ার এই গুচ্ছে সর্বমোট ১৮টি কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসু এই অধ্যায়ের ১২টি কবিতা অনুবাদ করেছেন। বোদলেয়ারের লেখা এই পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে 'Le Cygne' একটি বিখ্যাত মৌলিক কবিতা। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'The Swan'। আর বুদ্ধদেবের বাংলা অনুবাদ 'রাজহাঁস' কবিতাটি কবি বোদলেয়ার উৎসর্গ করেছেন ভিক্টর হুগোকে (Victor Hugo)। কবিতাটি জুড়ে রয়েছে পুরানো প্যারিসের ধ্বংসাবশেষ। কবির স্মৃতি সত্তায় তা মন্থর ব্যাকুলতা নিয়ে আসে। পুরানো প্যারিস ভেঙে নতুন করে তখন সাজানো হচ্ছে। একটি রাজহাঁস, যে কোনভাবে মুক্ত হয়ে ফুটপাথে এসেছিল। রাজহাঁসটি তেষ্টা জড়িত। কিন্তু পিপাশা মেটানোর জল তার জোটেনি। তার চারধারে ইট-বালি-পাথরের ভগ্নস্তূপ। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের প্রচ্ছন্ন বেদনা। পরিশীলিত নাগরিক সমাজের কাছে যাঁরা বিস্মৃত প্রায় - মাল্লা, ম্লান বন্দিগণ, পরাজিত ক্রীতদাস, তপশিলি জাতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- উপজাতি, ভিক্ষুক, কুষ্ঠরোগী- এসব আর কী। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে নির্জলা নালার ধারে অভাগা রাজহাঁসের আর্তি -

"Frantically beating its wings in the dust,
Dying of thirst. Then, sick at heart, it cried.
'Water, won't you fall? Cloud, why can't you burst?"[৫৬]

এই আমাদের বণিক সভ্যতা। রাজহাঁসটি ফুটপাথে পড়ে থাকা রোগজর্জর শিশুর মত গলিতে ধুলোর মধ্যে স্নান করে। তার গ্রীবা কম্পিত। কণ্ঠদেশ তৃষ্ণায় জর্জর। কাফ্রি ক্রীতদাসী রমণী, কর্দমে মাখামাখি দুর্ভিক্ষ পীড়িত নির্মাণ 'রাজহাঁস' কবিতা। বুদ্ধদেবের অনুবাদে রাজহাঁসের আর্তকণ্ঠ পৃথিবীর উঁচু মানুষদের ব্যঙ্গ করে -

"গলিতে ধুলোর মধ্যে স্নান ক'রে, কাতর, অদ্ভুত,
প্রশ্ন করে - জন্মের লাবণ্য - হৃদে উচ্ছল পরান -
'জল, কবে বৃষ্টি হবে? কবে তুমি জ্বলবে, বিদ্যুৎ?"[৫৭]

আর কবি লেখেন 'লালচুলের ভিখিরি মেয়েকে', যিনি নামহীন, লজ্জা না ঢাকা, ন্যাকড়া কানি পরা। এমনই কবির 'প্যারিস - চিত্র' (Tableaux Parisiens)। রচনায় কোন আনন্দ নেই। মন্থর পৃথিবীতে বিষণ্ণতা ঝরে ঝরে পড়ে। 'প্যারিস স্বপ্ন' - এর পরিণাম গভীর অন্ধকার।

বোদলেয়ারের 'Les Fleurs du Mal' - কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় 'Le Vin'। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি পদ্যানুবাদে এই অংশের নামকরণ হল 'Wine'। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে 'মদ'। বোদলেয়ার এই অধ্যায়ে পাঁচটি কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে বুদ্ধদেব চারটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। বুদ্ধদেব অনূদিত কবিতাগুলি হল - ন্যাকড়া-কুড়ুনির মদ (Le Vin des Chiffonniers), খুনের মদ (Le Vin de I'assassin), নিঃসঙ্গ মানুষের মদ (Le Vin Du Solitaire) এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মদ (Le Vin Des Amants)। শহরের অলিতে গলিতে ন্যাকড়া কুড়ুনি রমণী ন্যাকড়া কুড়োয়। রাত্রির অন্ধকারকে তুচ্ছ করে ন্যাকড়া কুড়ায়। বোদলেয়ার লিখলেন - (Le Vin Des Chiffoniers) -

"Souvent, a'la clarte rouge d'un reverbere
Don't le Vent bat la flamme et tourmente le verre."[৫৮]

ওয়াল্টার মার্টিন অনুবাদ করলেন 'Ragpickers' Wine' শিরোনামে -

"Nightly, In some old suburban square,
The lamps begin to rattle and the glare."[৫৯]

বস্তির আঁকাবাঁকা গলিঘুঁজি পথে ন্যাকড়াওয়ালীকে চেনা যায়। বস্তির নর্দমায় নর্দমায় লম্বা লম্বা কৃমি লাফিয়ে লাফিয়ে সন্তানের জন্ম দেয়। ন্যাকড়া কুড়ুনির দেখা মেলে তার স্বস্থানে। বুদ্ধদেব কবিতাটির অনুবাদ করলেন 'ন্যাকড়া কুড়ুনির মদ' শিরোনামে। লিখলেন -

"বস্তির সর্পিল পথে বার-বার তাকে যায় চেনা -
যেখানে কৃমির বংশ উগরে তোলে বিষময় ফেনা।"[৬০]

কার্ল মার্কস ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সভ্যতার পরিণাম নির্ণয় করেছিলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'Communist Manifesto'-গ্রন্থে। শিল্প সভ্যতায় আঠারোতলা বাড়ির নিচেই থাকে অন্ধকার। যেখানে অপরিসর ঘিঞ্জি অলিতে গলিতে বাস করে বস্তিবাসীরা। যাঁরা অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার পরিবেশে বাস করে। মদ খেয়ে তাঁরা তাঁদের জীবনের জ্বালা ভোলে। পাঁক জর্জর এমন জীবনের চিত্রকর বোদলেয়ার।

কবি বোদলেয়ার তাঁর কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়টিকে মূল কাব্য 'Les Fleurs Du Mal' (Flowers of Evil) নামেই চিহ্নিত করেছেন। এই বর্গে কবি ১২টি কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব এগুলির মধ্যে ৮টি কবিতার অনুবাদ করেছেন। কবি তাঁর 'La Destruction' (Ruin - 'ধ্বংস') কবিতায় দেখিয়েছেন, নিজের অসহায়তা। শিল্প প্রেমিক কবি বোদলেয়ার। তাঁর পাশে পাশে দামাল পিশাচ নিত্য ঘুরঘুর করে ঘোরে। ফুসফুসে জ্বালা ধরায়। কবি চিরন্তন পাপের ঘোরে আচ্ছন্ন হন। কবি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চোখ দিয়ে শুধু ধ্বংসের রক্তলোলুপতা প্রত্যক্ষ করেন। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে কবিতার শেষ স্তবকের তিনটি চরণ নিম্নরূপ -

"Then mocks my startled eyes with open wounds,
Rottings rags, to symbolize misfortune,
And all the bloody instruments of Ruin."[৬১]

বুদ্ধদেবের অনুবাদ কবিতাটিকে বাস্তব জীবনের পঙ্কিল গহ্বরে নিয়ে যায়। বোদলেয়ারের পরবর্তী প্রজন্ম যাঁরা তাঁর সার্থক উত্তরসূরি ও সফল আধুনিক কবি, যেমন- র‍্যাঁবো (Arthur Rimbaud - 1854-1891) প্রভৃতিদের কাছে ধীরে ধীরে তিনি সহনীয় হয়ে যান। সত্যই গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠেন কবি। সাগরপারের বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব সে প্রয়াস নিলেন। লিখলেন -

"আর বিহ্বল আমার চক্ষু জুড়ে
হানে ধ্বংসের রক্তলোলুপ গোষ্ঠী,
কাটা ঘা, পুঁজের নোংরা ন্যাকড়া ছুঁড়ে।"[৬২]

বোদলেয়ারের 'Une Martyre' ('A Martyr' - Walter Martin) - কবিতায় দুই বৈপরীত্যবোধক চিত্রের অবস্থান - এক পড়ে থাকা শবদেহ থেকে মস্তিষ্ক বিচ্যুত, ঝরে ঝরে পড়ছে লাল, সপ্রাণ ও দীপ্ত রক্ত। বিপরীতে, শয্যায় নগ্ন দেহের প্রদর্শনী -

"A mutilated trunk displays a bright
Extravagance of blood
…
The Corpse, reduced to pure licentiousness,
Has no decorum left;
All nature's eloquent and naked grace
Has proved a fatal gift."[৬৩]

রাত যখন গভীর হয়, তখন ইতর সুখের চর্চায় রত হয় নরনারী। নরকের কামাগ্নি জ্বলে ওঠে। বুদ্ধদেব লিখলেন -

"প'ড়ে আছে শব, ছিন্ন মুণ্ডে রক্ত ঝরে
লাল, সপ্রাণ, দীপ্ত,
...
আর শয্যায়, নগ্ন দেহের প্রদর্শনী
খুলে দেয়, নির্লজ্জ।"[৬৪]

আধুনিক কাব্যের প্রাণ সমকালের ঘটনা প্রবাহ। যুদ্ধ, মন্বন্তর, জাতিদাঙ্গা, প্রেম-প্রণয় ও সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্চর্য কুশলতায় শিল্পরূপ দিয়েছেন আধুনিক কবিরা। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬ - ৪৭' - কবিতা যেমন আছে, তেমনি অমিয় চক্রবর্তীর 'ফ্রাইবুর্গের পথে' কিংবা '১৩৫০' - কবিতায় ধরা পড়েছে। বোদলেয়ার তাঁর 'La Fontaine de sang' (Fountain of Blood - Walter Martin) - কবিতায় লিখলেন -

"Sometimes I see a massive wave of blood
All nature dyed bright crimson with my blood.
All living creatures lapping it for food,
All paris turned into a battleground -
A dead, red sea, no paving - stone unstained!"[৬৫]

১৮৪৮ সালে প্যারিসে ঘটে যায় জুন বিপ্লব। জেনারেল কাভাইনাকের নেতৃত্বে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তারই শিল্পরূপ 'রক্তের ফোয়ারা' (La Fontaine de sang) কবিতাটি। সর্বত্রই চাপা কান্না। পথে ঘাটে ফুটপাথে কেবলই রক্তের প্লাবন। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে আছে সার সার মৃতদেহ। শহরের নর্দমাও হয়ে ওঠে রক্তের নদী (red sea)। বুদ্ধদেবের অনুবাদে উঠে আসে তেমনই যুদ্ধক্ষত বাস্তবতার ছবি। কবি লিখলেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"কখনো আমার দুর্বারবেগ রক্তধারা,
মনে হয়, ছোটে চাপা কান্নায় আত্মহারা
ফোয়ারার মতো - শুনি প্লাবনের দীর্ঘতান,
...
রণভূমি যেন, তেমনি পেরিয়ে চলে নগর,
ফুটপাত পায় দ্বীপের পুঞ্জে রূপান্তর,
সর্বভূতের তৃষ্ণায় আনে নির্বাপণ,
রাঙায় প্রকৃতি দীপ্ত লালের প্রস্রবণ।"[৬৬]

হায় কবি বোদলেয়ার! কবির একি পৈশাচিক শবকেন্দ্রিক তপস্যা? - না। তবুও নিজের অজান্তে কবি কখন কখন শব সাধনায় উপবিষ্ট হয়ে গেলেন কে জানে। নির্ভিকভাবে ফাঁসিকাঠের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তাঁর 'Un voyage a Cythere' (A Voyage to Cythere) - কবিতায় আত্ম উন্মোচনের নির্মম সত্যনিষ্ঠ পরিণতিকে ক্ষমাহীন আশ্লেষে সৌন্দর্যরূপ দিয়েছেন। পনেরোটি (১৫) স্তবকে সম্পূর্ণ ৬০ (ষাট) চরণে লিখিত এই কবিতাটির শেষ স্তবকের আত্মপ্রক্ষেপ পাঠককে বাকস্তব্ধ করে তোলে -

"Goddess of Love, your isle was nothing but
An emblem with an image, torn apart..."[৬৭]

সিথেরা একটি গ্রিক দ্বীপ। দ্বীপটিকে বোদলেয়ার দেখলেন। কিন্তু আধুনিক ক্লেদাক্ত যুগের কবি বোদলেয়ারের চোখে হোমারের যুগের মহাকাব্যিক স্বপ্নবৃত্ত বিস্ময় সৃষ্টি করল না। তিনি দেখলেন, ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলছে এক শব। শকুনেরা তাঁকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর মাটিতে শৃগাল, কুকুর ও মাংশাসী-শ্বাপদেরা হিংস্রভাবে লাফালাফি করছে। রক্তের স্বাদ তাদের সর্বশরীরে। পুরুষ শবটিকে তারা খুবলে খুবলে খাচ্ছে। পুরুষ শবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই প্রিয়তমা। কবি নিজেকেও একই আসনে বসালেন, ঠিক ঝুলন্ত শবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রেয়সীর মত। কবি বললেন -

"ভেনাস, তোমার দ্বীপে শুধু এই প্রতীক প্রোথিত,
ফাঁসিকাষ্ঠে পচা মড়া - চিত্রকল্প ঝোলে সে আমারই।"[৬৮]

বোদলেয়ার তাঁর কাব্যের পঞ্চম অধ্যায়টির নামকরণ করেছেন 'Revolte' (বিদ্রোহ)। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি অনুবাদে শব্দটি হয়েছে 'Rebellion'। এই বর্গে বোদলেয়ার তিনটি কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসু এই অনুবিভাগে কেবল 'Les Litanies de Satan' ('শয়তান-স্তোত্র') - কবিতাটি অনুবাদ করেছেন। ওয়াল্টার মার্টিন ইংরেজিতে কবিতাটি অনুবাদের সময় নামকরণ করেছেন 'Litanies to Satan'। কবিতায় শয়তানের শয়তানি আছে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর বিবেক। জীবনের অন্তিম দিনে শয়তানের কাছে করুণা প্রার্থনা করেছেন কবি। শয়তান এখানে ঘৃণিত নয়, তিনি শেষ দিনের আশ্রয়, মহান। কবিতায় আছে গম্ভীর স্বর্গীয় দ্যুতি। এত কিছু সত্ত্বেও, বোদলেয়ারের কবিতায় পাঠক চকিত চমকের জন্য অপেক্ষা করে। কবিতায় দুঃখ বিমুক্ত মুক্তির জ্যোতির্ময় প্রশান্ত আলোতে তুলির টান দিয়েছেন কবি। উজ্জ্বল শিখা রামধনুর মত সাতরঙা বর্ণালি বিস্তার করে। কবিতাটি ভারতীয় মোক্ষতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবুও বোদলেয়ারীয় বিষণ্ণতা ও বাস্তব কুশ্রীতা বকের চলার মত সাবধানী পদক্ষেপে পা ফেলে। বিগত শোকের মধ্যেই কবি লেখেন ফাঁসিতে ঝোলা ষড়যন্ত্রকারীদের স্বল্প আলো। একটি শব্দেই ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে বাস্তুহারাদের প্রতি নির্মমতার লেখচিত্র। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে -

"Come, steer me safely, Satan, past those perils!
The exile's staff, the sage's lamp, the priest.
Who hears the penance of the anarchist,
Come, Satan, grant the hanged man's last request!"[৬৯]

এই একটি দু'টি চরণ ছাড়া কবিতার স্বর শান্ত রসে নিষিক্ত। বুদ্ধদেব তাঁর 'শয়তান স্তোত্র'- এ লিখলেন -

"মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে!

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাস্তুহারাদের যষ্ঠি তুমি, আর আবিষ্কারকের দীপালোক,
ফাঁসিতে ঝোলে ষড়যন্ত্রী যারা, হয় তোমার মন্ত্রেই বীতশোক
মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে!"[৭০]

মিল্টনের (Jhon Milton 1608-1674) প্যারাডাইস লস্ট ('Paradise Lost')-এ শয়তান আছে, কবিতায় ঐতিহ্যের অনুবর্তন থাকে। কিন্তু বোদলেয়ারের উত্তরণ বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

বোদলেয়ার তাঁর কাব্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন 'La Mort'। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি পদ্যানুবাদে তা হয়েছে 'Death'। এই বর্গে বোদলেয়ার ৬ টি কবিতা লিখেছেন। 'La Mort' - কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুর অনূদিত নামকরণে হয়েছে 'মৃত্যু'। এই বর্গের ৬ টি কবিতাই বুদ্ধদেব অনুবাদ করেছেন। 'মৃত্যু' অধ্যায়ের কবিতাগুলি হল যথাক্রমে - ১। La Mort des amants (The Death of Lovers - Walter Martin, 'প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু'), ২। La mort des pauvres, (The Death of the poor - Walter Martin, 'গরিবের মৃত্যু'), ৩। La mort des artistes (The Death of Artists - Walter Martin, ('শিল্পীর মৃত্যু'), ৪। La Fin de la Journee, (The End of the day - Walter martin, 'দিনের শেষ'), ৫। Le Reve d'un curieux, (A curious Man's Dream - Walter Martin, 'এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন') ও ৬। Le voyage (Travellers - Walter Martin, 'ভ্রমণ')

'প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু' - কবিতাটি যেন কোন এক প্রেমিক পুরুষের তাঁর প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে লেখা এপিটাফ। কবিতার রোমান্টিক বিষণ্ণতা উপেক্ষণীয় নয় -

"Our flaming hearts will seem at odds
As each assumes the other's fire."[৭১]

সমাধিস্তম্ভের গভীরে থাকে আমাদের শয্যা। ফুলে ফুলে অলংকৃত। কিন্তু চিতাতেই সব শেষ -

"যুগল হৃদয়, চরম দহনে গলিত,
বিশাল যুগল মশালের উল্লাসে।"[৭২]

'গরিবের মৃত্যু' (La Mort des pauvres) কবিতাটি শিল্প তাৎপর্য মণ্ডিত। কবি বোদলেয়ার মানবতাবাদী, কল্যাণব্রতী। গরিবের কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। গরিব জলে ভিজে রোদে পুড়ে ফসল ফলান। সে ফসল জমা হয় বড় লোকের মাচায়। কিন্তু তার চাবি থাকে ভগবানের হাতে। সুতরাং মৃত্যুই গরিবের একমাত্র সান্ত্বনা - "মৃত্যুই, হায়, সান্ত্বনা! সে-ই বাঁচিয়ে রাখে।"[৭৩] অনুবাদক লিখলেন -

"Death is the poor man's consolation prize."[৭৪]

ওয়াল্টার মার্টিনের এমন অনুবাদ প্রবাদপ্রতিম -

"Death is the pauper's purse and native land,
His attic room, protected from the wind."[৭৫]

বুদ্ধদেবের শিল্পমণ্ডিত অনুবাদে -

"গোলা - ভরা ধান, ভগবান যার রাখেন চাবি,
গরিবের থলি, বাস্তুভিটায় আদিম দাবি।"[৭৬]

'মৃত্যু' বর্গের শেষ কবিতাটি 'Le Voyage' (Travellers) অর্থাৎ 'ভ্রমণ' (বুদ্ধদেব বসু অনূদিত)। কবিতাটি বোদলেয়ারের জীবনবেদ। বড় কবিকে চেনার স্বতন্ত্র লক্ষণগুলি এখানে রয়েছে। কবিতায় এক যাত্রিক তাঁর যাত্রা শেষ করেছেন। তিনি আজ আর মোহাচ্ছন্ন নন, বিষণ্ণ নন। গুটিপোকা তাঁর হৃদয়কে আর কুরে কুরে খায় না। তিনি তিক্ত - পীড়িত নন। তাঁকে আর কোন কিছু ক্লান্ত করে না। মৃত্যুর সময় হয়েছে। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যেতে হবে। নোঙর তুলে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের ভূমিতে আপন ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছেন কবি। অবিশ্রান্ত নরকের মাঝে এক শান্তির সুবাতাস -

"The Water, like the sky, is black as jet.
Our hearts are full of light, as you well know.
Weigh anchor, Captain Death, the sails are set,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

We 've seen enough - too much - it's time to go.
…
Down into hell - or up through heaven's abyss -
Unmapped, unknown - to find our own new World."[৭৭]

যাত্রা শুরু হয়েছে। অজানার পথে যাত্রা। নতুনের পথে যাত্রা। মৃত্যু সুন্দর। নরকের মধ্যেও কবি সৌন্দর্যের সন্ধান করলেন। সে সৌন্দর্য স্বর্গ অথবা নরক যেখান থেকেই আসুক না কেন -

"হে মৃত্যু, সময় হ'লো! এই দেশ নির্বেদে বিধুর।
এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন!
কাণ্ডারী, তুমি তো জানো, অন্ধকার অম্বর, সিন্ধুর
অন্তরালে রৌদ্রময় আমাদের প্রাণের পুলিন।
...
হোক স্বর্গ অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী - বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন - নূতন!"[৭৮]

এছাড়াও বোদলেয়ার তাঁর লেখা কবিতার তৃতীয় সংস্করণে (১৮৬৮) আরো কিছু কবিতা সংযোজন করেছেন। উক্ত কবিতাগুলির নাম চিহ্নিত উপরিভাগেরও উল্লেখ করেছেন। বোদলেয়ার এই পর্যায়ে ১৩টি কবিতা লিখেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন কাব্যনামে ১৬টি অর্থাৎ মোট ২৯ টি কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে বুদ্ধদেব অনূদিত কবিতার (Poems ajoutes - 'আরো কবিতা') সংখ্যা ১৩টি। কবির 'Le Gouffre' ('The Abyss') - Walter Martin অনূদিত, ('গহ্বর' - বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) কবিতায় দেখেছেন পৃথিবী ব্যাপ্ত গহ্বর। 'L'Avertisseur (The Serpent's Tooth - Walter Martin অনূদিত, 'স্মারক লিপি' বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) কবিতায় কবি এমন কোন মানুষের সন্ধান পাননি, যিনি তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সাপ পোষেননি। কবির অসহ্য হয় ধূর্ত সাপের উপদেশ। কবির 'Les plaintes d'un Icare' ('The laments of an Icarus' - Walter Martin অনূদিত, 'ইকারুস বিলাপ' - বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) বিষণ্ণ এপিটাফ। আবার 'Recueillement' ('Meditation' - Walter Martin অনূদিত, 'আত্মস্থতা' - বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) কবিতায় রাষ্ট্রযন্ত্র পুষ্ট জল্লাদের হীন ক্ষমাহীন কুৎসিত চাবুক দারিদ্র্য জর্জর ক্লিন্ন জনগণকে আঘাত করে। চমৎকার প্রতীক ব্যঞ্জিত করেন কবি - এ যেন মুমূর্ষু সূর্য মেঘের তোরণে সজ্জা নিয়েছে। কবির 'Madrigal triste' ('Merciless Madrigal' - Walter martin অনূদিত, 'বিষাদগীতিকা' - বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) - কবিতায় কবির হৃদয় জুড়ে সংক্রমণ। জীর্ণ প্রেমের আতঙ্ক। তাঁর হৃদয় পুড়ে যায় - সেখানে কামারশালের চুল্লি জ্বলে। প্রাণের দুঃসহ বিবমিষায় কবি কালোরাত্রিতে অমঙ্গলের পাঠোদ্ধার করেন। এছাড়া 'Le jet d' Eau (The Girandole - Walter Martin অনূদিত, ফোয়ারা - বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) কবিতায় কবি দেখেছেন, তাঁর প্রেয়সীর চোখ বিষণ্ণতায় ভরপুর। ক্লান্ত ঢেউয়ের প্রতীকতা। কবি রাতের রূপসীর স্তনে মুখ ঢেকে শোনেন - "পাথরে প্রহত কান্নার মূর্ছনা."[৭৯] আর 'A Une Malabaraise' (To a Girl in Malabar - Walter Martin অনূদিত, 'কোন মালাবারের মেয়েকে' - বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) কবিতায় কবি আঁকেন প্যারিস শহরের পঙ্কিল রূপ। এক পল্লি রমণী, যাঁর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সেই তুলসীতলা, কুয়োর ঠাণ্ডা জল, ভোরের ঝাউবন, তুলসীমঞ্চ, খসে পড়া সন্ধ্যার আঁচল, বারান্দার নরম মাদুর, পাখির কুজন, আর সেই বালিকাবেলা। ছবির পটের মতো এগুলো কেবল স্মৃতি। এখন ভাঙা গড়ার পঙ্কিল কদর্য প্যারিস নগরীর খুপরিতে মেয়েটি অন্ন খুঁটে খায়। এই নগরীর জনস্রোতে সে অসহায়। এখানে পল্লিশিল্পীর হাতে বোনা তাঁর সাধের মেয়েবেলার জন্য কোন মাদুর নেই। নিষ্ঠুর কার্পেটে তাঁর স্তন পিষ্ট। কোন বিদেশীয় শরীরের আঘ্রাণ ফিরি করে গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত, নির্বাসিত মেয়েটি। পুণ্য কি? লোকশিল্পী যেমন পাথর কেটে কেটে পুতুলের শিল্প তৈরি করেন, ঠিক তেমনি বোদলেয়ার পচা-গলা জঘন্য জঞ্জালের স্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে সৌন্দর্যের সৌধ নির্মাণ করেন। বোদলেয়ারের 'L' Examen de Minuit' ('The Examination of Conscience' - Walter Martin অনূদিত, 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা' - বুদ্ধদেব বসু অনূদিত) কবিতায় অন্ধকারের অতল থেকে উঠে আসা পচা গলা জঘন্যতার পাংশুল বিকিরণই পুণ্য। বোদলেয়ার মহাকাশের বিলুপ্ত নক্ষত্রের মত কাব্য সৃষ্টির ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে নীরব থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গেলেন। তাঁর জন্য কোন সমাধিফলক নির্মিত হবে না। সুন্দরকে ভালবেসেই মহাকাশে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের মত তিনি বিলীন হয়ে যাবেন। কবি তাঁর 'Les Plaintes d'un Icare' ('The Laments of an Icarus') কবিতায় লিখলেন -

"And victimized by the sublime
Whose cautery has sealed my doom,
I lie here in an unmarked tomb
The fallen angel's paradigm."[৮০]

বড় বেদনার, বড় যন্ত্রণার, বড় দুঃসহ কবির এই অঘোষিত এপিটাফ। কবি লিখলেন, তাঁর জন্য সমাধিফলকে কোন উজ্জ্বল সম্মানিত স্মারক থাকবে না। কবির নামিত খোদিত কোন লিপি -লেখামালার শিল্পচিহ্ন থাকবে না। কবির জন্য থেকে যাবে কেবল সর্বস্ব গহ্বর -

"সুন্দরে ভালোবেসে আমি আজ ভস্ম;
সমাধিফলকে উজ্জ্বল সম্মানে
থাকবে না লিপিচিহ্ন আমার নামে,
আমার কেবল গহ্বর সর্বস্ব।"[৮১]

।। পাঁচ।।

বাঙালির বিশ্বমুখিনতা ঔপনিবেশিক শাসনের বড় প্রাপ্তি। লর্ড মেকলের (Thomas Babington Macaulay - 1800-1859) ইংরেজি শিক্ষার তত্ত্ব আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যচর্চায় কুঠারাঘাত করল। ১৮৩৫ সালে তাঁর 'Minute on Indian Education' - শিরোনামাঙ্কিত বক্তব্যটি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব ও তার সুদূর প্রসারী ফল সমগ্র ভারতবাসীর নিকট আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। মধুসূদন পূর্ববর্তী রচনায় ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা তেমন কিছু অগ্রসর হয়নি। আমাদের বিশ্ববোধের পনেরো আনা অংশই ইংরেজি সাহিত্য কেন্দ্রিক। এক অর্থে ইংরেজি তো বটেই, এছাড়া আমাদের বৈশ্বিক পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে ফরাসী সাহিত্যের চর্চা। বিশ শতকের তিরিশের দশকের আধুনিক কবিদের সময় থেকেই সেই চর্চা বিশেষভাবে অব্যাহত রয়েছে। ফরাসী সাহিত্যের বোদলেয়ার, মোপাসাঁর মত আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারা ধীমান পাঠকের চিন্তাক্ষেত্রে পরিশীলিত রুচির ছাপ রেখে গেছেন। তবুও বোদলেয়ার উপেক্ষিত। ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বোদলেয়ার চর্চা সেভাবে হয় না। এক প্রজন্ম পরের আধুনিক কবি এলিয়ট (T.S. Eliot - 1888-1965) সারস্বত সমাজে যে গ্রহণযোগ্যতা রেখে গেছেন, দুর্ভাগ্যতাড়িত বোদলেয়ারের সে অর্জন নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার মর্ম্মস্থলে বোদলেয়ার আবছা অস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন মাত্র। আধুনিক বাঙালি কবিরাও বোদেলেয়ারকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। নতুবা বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজ বোদলেয়ারকে গ্রহণের উপযুক্ত স্বকীয়তা লাভ করতে পারেনি। রবীন্দ্র প্রতিভায় নিষিক্ত বহুখ্যাত সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহেব বোদলেয়ারকে জরার কবির লেবেল সেঁটে দিয়েছেন। মনে হয়, বোদলেয়ার সময়ের অনেক আগে জন্মেছেন। তিনি আধুনিক কবিতার ঠিক ভূমিকা নয়, আধুনিক কবিতার জন্মসূত্র নয়, একেবারে যৌবনের উপবন। এমনকি স্বয়ং বুদ্ধদেব ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী। তিরিশের দশকের প্রধান প্রধান আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম। সেই তিনি, যিনি বোদলেয়ারের কবিতার বাংলা পদ্যানুবাদ করেছেন, তাঁর কবিতা তো বটেই, কোনভাবেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি সত্তাকে এই ফরাসী কবির কবিতা প্রেরণা শক্তি যোগাতে পারেনি। বুদ্ধদেবের সৃষ্টি বোদলেয়ারের অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধদেবের অনুবাদ সৃষ্টিশীল। বোদলেয়ার প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত ভূমিকা, রচনা, টীকা ও মন্তব্য একান্তই নন্দনতত্ত্বের বিশুদ্ধ অনুশীলন ও একাডেমিক শিল্পকর্ম বলে ধরে নিতে হবে। রোমান্টিক রবীন্দ্রচর্চা যাঁর কাছে দেবপূজা, রবীন্দ্রনাথকে যিনি দেবতা মনে করেন, স্বপ্ন সুন্দরের অনুধ্যানে আবিষ্ট সেই কবি বুদ্ধদেবের বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ ও শিল্পচর্চা অনেকটা বিস্ময়কর নিশ্চয়ই। অনুবাদকের আত্মপ্রেরণা ও সতৃষ্ণ কৌতূহলে তিনি বোদলেয়ার অনুবাদ করেছেন - একথা ঠিক।

তবুও বোদলেয়ার আধুনিক কবিতার উৎসভূমির প্রতিষ্ঠিত যুবরাজ। আধুনিক কবিতার কৈশোর, যৌবনের সংবেদ্য স্রষ্টা। আধুনিক কবিতার দুরন্ত স্রোতধারা আজও বহমান। গোধূলিবেলার অস্তরাগ এখনও সময়কে ম্লান করেনি। বার্ধ্যকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বারাণসী তো দূর অস্ত। যেহেতু তিনি সমাজ ও সময়ের সত্য রূপকার, সুতরাং তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া এক কঠিন মানসযাত্রা, দ্বন্দ্বময় ও অসম্ভব বটে। বাংলাদেশের কবিতাপিপাসু পাঠক তিরিশের দশকের আধুনিক কবিতার প্রভাব আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। উত্তর আধুনিক কবিতার অঙ্কুরোদগম হলেও তার শেকড়-বাকড় এবং শাখা প্রশাখায় আড়ে দৈর্ঘ্যে বেড়ে ওঠা এখনও দূরবর্তী। বোদলেয়ারীয় বলিষ্ঠতায় আধুনিক বাংলা কবিতা এখনও পুরোপুরি সুপুষ্ট ও সুপক্ক হয়নি। বোদলেয়ার আধুনিক কবিদের জন্য রেখে গেছেন সুবিপুল সম্ভাবনা। বিষণ্ণতা, বিতৃষ্ণা, যৌনতা, আত্মধ্বংস, সমাজ বাস্তবতা, ভাঙা গড়ার নির্মিতি ও জীবন-মৃত্যুর অনিশ্চয়তাকে কবিতা শিল্পের প্রতীকতায় জড়োয়া সুতোয় স্বনির্ভর করে তুললেন কবি। আত্মযন্ত্রণার মধ্য দিয়েই বোদলেয়ার আধুনিক কবিদের জন্য রেখে গেলেন খিন্ন, ক্লিশে ও বিপন্ন কণ্ঠস্বর।

Reference:

১. Charles Baudelaire, Hymne a La Beaute, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire selected poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 18, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা।
২. Walter Martin, Hymn to Beauty, Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter Martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 59, (বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)।
৩. বুদ্ধদেব বসু, সৌন্দর্যের স্তব, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, (Les Fleurs Du Mal, (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকাঃ অনুবাদঃ টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পাদক - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২৭
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮
৫. Charles Baudelaire, Hymne a La Beaute, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire selected poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 18, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা।
৬. Walter Martin, Hymn to Beauty, Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter Martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 59, (বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)।
৭. Charles Baudelaire, Hymne a La Beaute, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire selected poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 19, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা।
৮. Walter Martin, Hymn to Beauty, Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter Martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 59, (বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)।
৯. বুদ্ধদেব বসু, সৌন্দর্যের স্তব, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, (Les Fleurs Du Mal, (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকাঃ অনুবাদঃ টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পাদক - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২৮
১০. William Wordsworth, Lines Written a few Miles above Tintern Abbey, Lyrical Ballads, 100 Selected Poems, Finger Print classics, Prakash Books India Pvt. Ltd. 2020, P. 115, 117
১১. Percy Bysshe Shelly, Hymn to Intellectual Beauty, The Selected Poetry and Prose of Shelly, Wordsworth Poetry Library, 8B East Street, Were, Hertfordshire SG 12 9H, 2002, P. 129
১২. John Keats, Endymion, Book I, Complete Poems and selected letters of John Keats, Introduction by Edward Hirsch, The Modern Library, New York, 2001, P. 63
১৩. ibid, Ode on Melancholy, P. 250
১৪. ibid, Ode on a Grecian Urn, P. 240

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অহল্যার প্রতি, মানসী, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৪১
১৬. পূর্বোক্ত, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৪
১৭. Samuel Tylor Coleridge, Biographia Literaria, Vol - 1, Lenox Library, Wiley and Putnam's Library of Choice Reading, New York, Wiley and Putnam, 161 Broadway, 1847, PP. 205, 206
১৮. Charles Baudelaire, An Lecteur, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 4, বোদলেয়ারের রচিত মূল ফরাসী কবিতা।
১৯. Walter Martin, To The Reader, Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 3, (বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে অনুদিত)
২০. বুদ্ধদেব বসু, পাঠকের প্রতি, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২১১
২১. Charles Baudelaire, Une Charogne, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 28
২২. Walter Martin, Carrion, Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 75
২৩. ibid
২৪. ibid
২৫. ibid, P. 77
২৬. ibid
২৭. বুদ্ধদেব বসু, এক শব, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩৫
২৮. পূর্বোক্ত
২৯. পূর্বোক্ত
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
৩১. পূর্বোক্ত
৩২. Charles Baudelaire, 17 (XXVII), Avec Ses Vetements Ondoyants et nacres, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 25, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা।
৩৩. বুদ্ধদেব বসু, স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে..., শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩৩
৩৪. Charles Baudelaire, Duelium, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 90
৩৫. Walter Martin, Mortal Combat, ibid, P. 91
৩৬. বুদ্ধদেব বসু, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৪১
৩৭. Walter Martin, Benediction, Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter Martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 9

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৮. ibid
৩৯. Charles Baudelaire, ibid, Albatros, P. 6
৪০. Walter Martin, Albatros, P. 15
৪১. বুদ্ধদেব বসু, আলবাট্রস (L' Albatros), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২১৫
৪২. Walter Martin, Les Phares [The Guiding Lights], Charles Baudelaire Complete Poems (Translated from the French by Walter Martin), Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 25
৪৩. বুদ্ধদেব বসু, আলোকস্তম্ভ (Les Phares), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২১৭
৪৪. Charles Baudelaire, (XXXI), Le Vampire, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 32
৪৫. Walter Martin, The Vampire, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchestar, 2006, P. 81
৪৬. বুদ্ধদেব বসু, পিশাচী (Le Vampire), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩৮
৪৭. Walter Martin, The Giantess, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 53
৪৮. বুদ্ধদেব বসু, দানবী (La Geante), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২৬
৪৯. Walter Martin, The Balcony, (Le Balcon), Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchestar, 2006, P. 93
৫০. বুদ্ধদেব বসু, বারান্দা (Le Balcon), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৪২
৫১. Charles Baudelaire, (LXXVI), Spleen, Les Fleurs Du Mal (Flowers of Evil), Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2004, P. 74 (বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা)
৫২. Carol Clark, ibid, P. 74, (বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)
৫৩. বুদ্ধদেব বসু, বিতৃষ্ণা, হাজার বছর যেন..., শার্ল বোদলেয়ার : কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬৮
৫৪. Walter Martin, Black Bile (Spleen), Millenium of memories. All mine..., Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchestar, 2006, P. 196

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫৫. বুদ্ধদেব বসু, বিতৃষ্ণা, হাজার বছর যেন..., শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬৮

৫৬. Walter Martin, The Swan, Tableaux Parisiens (Parisian Scenes), Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 227

৫৭. বুদ্ধদেব বসু, রাজহাঁস (Le Cygne) শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৮২

৫৮. Charles Baudelaire, Le Vin Des Chiffoniers, Charles Baudelaire Complete Poems, Walter Martin, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 272

৫৯. Walter Martin, Ragpickers' wine, ibid, P. 273

৬০. বুদ্ধদেব বসু, ন্যাকড়া কুড়ুনির মদ, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩০১

৬১. Walter Martin, Ruin, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 285

৬২. বুদ্ধদেব বসু, ন্যাকড়া - কুড়ুনির মদ, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩০৯

৬৩. Walter Martin, A Martyr, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 287

৬৪. বুদ্ধদেব বসু, এক শহীদ (Une Martyre), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১০

৬৫. Walter Martin, Fountain of Blood (La Fontaine De Sang) Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 305

৬৬. বুদ্ধদেব বসু, রক্তের ফোয়ারা (La Fontaine De Sang), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১৪

৬৭. Walter Martin, A Voyage to Cythera (Un Voyage a Cythere), Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 315

৬৮. বুদ্ধদেব বসু, সিথেরার যাত্রা (Un Voyage a Cythere), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১৯

৬৯. Walter Martin, Litanies to Satan (Les Litanies De Satan), Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 329

৭০. বুদ্ধদেব বসু, শয়তান স্তোত্র (Les Litanies de Satan), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩২৪-৩২৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭১. Walter Martin, The Death of lovers (La Mort Des Amants), Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 333
৭২. বুদ্ধদেব বসু, প্রেমিক প্রেমিকার মৃত্যু (La Mort des Amants), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩২৯
৭৩. পূর্বোক্ত, গরিবের মৃত্যু (La Mort des Pauvres), পৃ. ৩২৯
৭৪. Walter Martin, The Death of Poor (La Mort Des Pauvers), Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 335
৭৫. ibid
৭৬. বুদ্ধদেব বসু, গরিবের মৃত্যু (La Mort des Pauvres), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৩০
৭৭. Walter Martin, Travellers (Le Voyage), Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 351
৭৮. বুদ্ধদেব বসু, ভ্রমণ (Le Voyage), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৩৮
৭৯. পূর্বোক্ত, ফোয়ারা, পৃ. ৩৪৭
৮০. Walter Martin, The lament's of an Icarus (Les Plaintes D'un Icare) Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchestar, 2006, P. 375
৮১. বুদ্ধদেব বসু, ইকারুস - বিলাপ (Les plaintes D'un Icare), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, Les Fleurs Du Mal (ক্লেদজ কুসুম), ভূমিকা : অনুবাদ : টীকা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৪২